উৎসর্গ পত্র।

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠবিহারী বসাক

মহাশয়ের

কর-কমলে

অকৃত্রিম প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ

এই গ্রন্থ-উপহার

সাদরে

সমর্পণ করিলাম।

পরম প্রণয়াস্পদ

শ্রীমহিমচন্দ্র গুপ্ত।

মন্দাকিনী বিলাপ

প্রথম সর্গ।

১

কোথা মা ! সাবিত্রি ! সতি ! গুণবতি !
কোথা আছ মা ! উজল ক'রে,
কিরূপে কোথায় করিছ বসতি,
যাপিছ সদয় পুলক ভরে।

২

ভারত ভবনে তোমার মহিমা
আবাল-বনিতা সকলে জানে,
নাহি হেরি তব সুগুণের সীমা,
সতী ব'লে সবে তোমারে মানে।

৩

অতুল বিভব রাজার দুহিতা,
মাতার পিতার কেবল সুতা,
বিষম বিষয় অসুখ রহিতা,
অশেষ সুগুণ-ভূষণ-যুতা।

৪

যদিনে হেরিলে গুণী সত্যবানে,
[illegible] তনয়, কাননে বাস,
[illegible]তা পিতা কেহ নাহি মানে,
সতত ছিলেন দুখের দাস।

৫

কায়মনঃপ্রাণ বিকালে তাঁহারে
ভুলিয়া কেবল সুগুণে তাঁর,
রাখিলা তাঁহারে হৃদয় মাঝারে
করিয়া ভবের সুখের সার।

৬

অম্লান-বদনে বসন, ভূষণ,
ত্যজিলা পিতার অতুল ধনে,
পূজিলা কেবল চরণ-রতন
সতত পতির, গহন বনে।

৭

শুনিলে না মাতঃ! নারদ বচন,
করিলে সকলে তনয় জ্ঞান,
সত্যবানে শুধু করিলে বরণ,
পতি ব'লে দিলে হৃদয়ে স্থান।

৮

মনে মনে জানি পতির মরণ
বিষম ভীষণ পাতকের ভরে,
সহচরী হ'য়ে র'তে অনুক্ষণ,
কৌমুদী যেমন শশীরে ধ'রে।

৯

কালের করাল কবল-সাগরে
ডুবু ডুবু যবে পতির তরি,
মেদিনী ভাসা'লে নয়ন-আসারে
কাঁপি থর থরে হৃদয়ে ডরি।

১০

ডাকিলা ভবেশে একতান মনে,
কহিলা বিরলে তোমার দুখ,
কত যে কাঁদিলা সখীদের সনে,
কার না শুনিয়া বিদরে বুক?

১১

অলঙ্ঘ্য দারুণ-বিধির বিধান
এ ভব-ভবনে কে লঙ্ঘে বল?
পঙ্গু কি হে পারে করিতে সন্ধান,
লঙ্ঘিতে ভূধর প্রকাশি বল?

১২

দিন-শেষে যবে পশে সত্যবান্
গভীর কাননে মরণ দিনে,
মুদিল তোমার কোমল বয়ান,
যেমতি কমল তপন বিনে।

১৩

নিবারিলা বলি পুরুষ রতনে,
"কি কাজ বিকালে কানন মাঝে"
কে পারে ফিরা'তে প্রবাহে যতনে,
তৃণেতে সিংহেরে বাঁধা কি সাজে ?

১৪

চলিলেন নাথ তোমারে ত্যজিয়া,
দেখিয়া ভাবিলা অনেক মত,
উদাসিনী হ'য়ে তাঁহার লাগিয়া
চলিলা তাঁহার ছায়ার মত।

১৫

শ্বশুর শাশুড়ী তোমার জননি !
কাননে তোমার গমন জানি,
হাহা কার রবে কাঁদিল তখনি,
ধাইয়া ধরিল তোমার পাণি।

১৬

ধরিয়া চরণ তাঁদের তখন
বরষি প্রবোধ বচন সুধা,
নিবারিলা সতি ! তাঁদের রোদন,
সতীর বাসনা হয় কি সুধা ?

১৭

পশিলা ভীষণ কানন-মাঝারে
তোমার প্রেমের পুতলী ল'য়ে,
আহরিলে ফল আলোক-আঁধারে
দুজনে দুখের কাহিনী ক'য়ে।

১৮

ভ্রমিতে ভ্রমিতে গহন কাননে,
ফুরা'ল জীবন পতির তব,
ধরিলা পতিরে রাখিলে যতনে,
শূন্যময় সব দেখিলা ভব।

১৯

সহসা ছুটিল বিহগ-পরাণ
প্রণয়-নিগড়ে সহসা কাটি,
সহসা শুকা'ল মোহন বয়ান,
সোণার বরুণ হইল মাটি।

২০

সহসা মুদিল কমল নয়ন,
সহসা শীতল হইল কায়,
অমনি ফুরা'ল অমূল জীবন,
অমনি ফুরা'ল পরাণ বায়।

২১

শয়ান কঠিন ভূতল-শয়নে,
কোমল শরীর সয় না দুখ,
পরাণ-জায়ার সহ আলাপনে
মধুর বদন হইল মূক।

২২

সহসা কাঁদিল তরু,লতা গণে
শন্ শন্ স্বনে প্রকাশি দুখ,
কাঁদাইলা মাতঃ। করুণ রোদনে
নাশিয়া সকল কানন সুখ।

২৩

কত যে কাঁদিলা, কহিব কেমনে,
বিনিয়া বিনিয়া মনের মত,
কত যে উপল গলিল রোদনে,
বিলাপিল কত সুজীব যত।

২৪

হাহাকার রবে পূরিল কানন,
এ কাঁদে উহার বয়ান চেয়ে,
হ'ল যেন ঘোর বরষা পতন,
নদীর প্রবাহ চলিল ধেয়ে।

২৫

নিঠুর শমন আসিয়া তথায়
গলিল তোমার বিলাপ শুনে,
চাহিল আশীষ করিতে তোমায়
কেবল তোমার সতীত্ব-গুণে।

২৬

য়াচিলা জননি! পতির জীবন,
ফেলিলা ঠেলিয়া অসার সুখে,
না দিল তোমায় নিঠুর শমন,
পতির চরণ রাখিতে বুকে।

২৭

পুনরপি কত কাঁদিয়া কহিলা
ভীষণ-মূরতি রবির সুতে,
পতির জীবন কৌশলে চাহিলা,
দানিল তোমায় সুষমা-যুতে!

২৮

পাইলা পতির জীবনরতন,
পাইলা প্রিয়ের পূরব ধনে,
জানা'লে সকলে সতীত্ব কেমন,
রাখিলা ভুবনে কীরিতি-ধনে।

২৯

এস মা! সরলে! করিছি প্রলাপ,
আশ্রয় কর গো তনয়ে আসি,
রচিব মা! "মন্দাকিনীর" বিলাপ
গাইব পুলক-সাগরে ভাসি।

৩০

তোমার জীবন, ইহার জীবন,
শিশুকাল হ'তে সমান বয়ে,
উভয়ে লভিলা পুরুষ রতন,
যাপিলা যৌবন অসুখ সয়ে।

৩১

যৌবনে 'বসন্তে' নিরখি সরলা
কায়মনঃপ্রাণ সঁপিল তারে,
করিয়া যতন গাঁথিল অবলা,
পুরুষরতনে প্রেমের হারে।

৩২

সেবিল যতনে চরণরতন,
কঠিন হইল প্রেমের ডোর,
এ উহারে সঁপে অমূল জীবন,
দুজনার ভাবে দুজনে ভোর।

৩৩

জনক জননী সেই অবলার
কুলের পিঞ্জরে রাখিল বাঁধি,
ঘটা'ল অপর পুরুষ তাহার
অবোধ মনের করম সাধি।

৩৪

থাকে কি পিঞ্জরে কুল বিহঙ্গিনী
প্রাণের বিহগে কাননে ত্যজি ?
চাহে না কি সেই হইতে সঙ্গিনী
অতুল পীরিতি-সাগরে মজি ?

৩৫

ভজিল না বালা নবীন রতনে,
রহিল আপন মনের সাধে,
রাখিল 'বসন্তে' হৃদয়ে যতনে,
প্রাণের প্রতিমা, সাধে কি সাধে ?

৩৬

ত্যজিল তাহারে 'মন্দাকিনী' বালা
সুশীল 'বসন্ত' শুনিল যবে,
বাড়িল অসীম তার সেই জ্বালা,
দুখময় সব দেখিল ভবে।

৩৭

করিয়া মানসে বিরাগ ভজন
চলিল মানস-সরসী তীরে,
নয়ন সলিলে ভাসা'য়ে আনন
বিলাপি পশিল সরসীনীরে।

৩৮

পতির কাহিনী শুনিয়া কামিনী
কাঁদিবে সরলা করুণ রবে,
গাইব জননি! বিলাপ কাহিনী,
তাহাতে তুমি মা! সহায় রবে।

৩৯

বিলাপিয়া মাতঃ! তোমার মতন
প্রাণের পুতলী পাইবে যবে,
ত্যজিবে তনয় এই কু লেখন,
পুলক সলিলে ভাসিয়া তবে।

৪০

তোমার বিলাপ, ইহার বিলাপ
ঠিক্ যেন সতি। সমান হয়,
নিঠুরেও যেন করে পরিতাপ,
উপলো শুনিয়া, গলিত হয়।

৪১

নতুবা, কেমনে অবলা সরলা
গলা'বে নিঠুর শমন-মন ?
নতুবা, কেমনে পাবে সেই বালা
জীবন যৌবন পরাণ ধন ?

৪২

বিলাপে বিরলে সতী 'মন্দাকিনী'
শুনিয়া ভ্রাতার মরণ তার,
না জানিল সেই সরলা দুখিনী
ছিঁড়িল আপন প্রেমের তার।

ইতি মন্দাকিনীবিলাপ কাব্যে সম্বোধন নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

১

বরষায় অমা নিশা হইল আগত,
পড়িল ভূতলে জল, ঝর ঝরে অবিরল
কাঁপিল জগত।
প্রবল বেগেতে ঝঞ্ঝাচয়
ধরা'পরে বহিল নিদয়,
উন্নত প্রাচীন গৃহ করি ভূমিগত।

২

উপাড়িল শত শত প্রাচীন পাদপ,
পশু পাখী অগণন, হারা'ল জীবন-ধন,
মুনি তপ জপ।
করিয়া দিগন্ত ধ্বান্তময়
ঘোর নাদে কাদম্বিনীচয়,
ধারাসার বরিষণে তাড়াইল তপ।

৩

মাঝে মাঝে কড় মড়ে চমকে দামিনী,
যেন ছাড়ে অগ্নিবাণ, নাশিতে জগত প্রাণ
কাল কাদম্বিনী।

বিষম মলিন বেশ ধরি
ভয়ঙ্করী হ'ল বিভাবরী ;
লেপে যেন মসি-সারে বরষা, মেদিনী।

৪

গ্রহ, তারা অগণন গগন রতন,
নয়ন গোচর আর, নাহি হয় একবার,
তিমির কারণ।
সুনীল জলদমালা ধনী
হরিয়া সে সব নভোমণি,
করিল গগনে ঘোর মলিনবদন।

৫

এ হেন ভীষণ নিশি নিশীথ সময়,
সখী তার স্থির মনে, শুনিয়া রোদন স্বনে
চিন্তিত-হৃদয়।
ত্বরা করি সে গৃহে পশিয়া
'মন্দাকিনী' কাঁদিছে হেরিয়া
বলিলা প্রবোধবাণী শান্তিসুধাময়।

৬

শুন গো পরাণ-সখি ! যাহার সহিত
প্রেমের জলধিমাঝে, মজিলা সুচারু সাজে
হইয়া মিলিত।

সুললিত চারুতায় যার
হরিত মানস দুখভার,
কাঁদিছ কি তার কাছে যাইতে ত্বরিত ?

৭

সুধাকর-সম তার মুখ না হেরিয়া,
তব চিত্ত-কুমুদিনী, হ'য়ে কিগো পাগলিনী
রয়েছে মুদিয়া ?
ভেবেছ কি সখি ! তুমি তার
দেখা পাবে কাঁদিলে আবার,
কালের রাহুতে যার গ্রাসিয়াছে হিয়া ?

৮

নিবারিছি তোমা সখি ! কাঁদিতে সতত,
কিন্তু, দেখ, মম চিত, দুখে যেন দগ্ধভিত,
পুট পাক মত।
স্মরি তার অমল প্রণয়,
পাপ মনে বলি নিরদয়,
হৃদয় বিদরে, কভু না হয় সংযত।

৯

জনক জননী তোর কি বাদ সাধিল,
সুঠাম পুরুষ বরে, তব হৃদয়-কন্দরে
রাখিতে না দিল।

পরমাদ ঘটে তেঁই তোর,
তোর সেই হৃদয়ের চোর,
মানস-সরসী-নীরে ডুবিয়া মরিল।

১০

নিদারুণ বিধাতার কি দারুণ বিধি,
দুখিনীরে জীয়ে রাখি, দিইয়া কেবল ফাঁকি
হরে নিল নিধি।
দুখিনীর দুখের রতন
রেখেছিল করিয়া যতন,
তাহাও হরিলি কিরে এই তোর বিধি!

১১

আহা! সখি! তোর সেই প্রেম-তরুবরে
ফলিবারে সুখফল, দানিলি প্রণয়-জল
তুই অকাতরে।
মিলন-মলয় বায়ু ভরে
কত সুখ দানিল অন্তরে
হেলে দুলে অবিরত নিজ প্রেম ভরে।

১২

আহা মরি! আজি সই! তাহারে হেরিয়া,
কোন্ অরসিক জন, কেমন নিঠুর মন,
ফেলিল ছেদিয়া?

না ধরিতে তাতে ফল ফুল,
ধরিতে যে কেবল মুকুল,
অমনি নাশিলি তারে পরাণ বাঁধিয়া ?

১৩

ভেবেছিনু সই ! তুই বসে তার ডালে,
প্রাণের পুতলী সহ, বসে তথা অহ রহঃ
কত সুখে বালে !
খাবে সুমধুর প্রেম ফল
ভাসি পুলকেতে অবিরল ;
ভাবিলাম সুখ আছে তোমার কপালে।

১৪

আজি সব আশা মোর বিফল হইল,
সে তরুর শাখে বাসা প্রেমের সুরস আশা
সব ফুরাইল।
ভাঙ্গিল কপাল আজি তোর,
তোর সুখ-নিশা হ'ল ভোর,
সে তরুরে প্রভঞ্জন মূলে উপাড়িল।

১৫

আহামরি ! সই ! তোর পুরাণ কমল—
হৃদয়-সরসী মাঝে, রাখিতে বিমল সাজে,
সহ পরিমল।

বিকসিত হ'ল ফুল যবে,
তোমারে না জানাইয়া তবে,
লইল হরণ করি প্রকাশিয়া ছল।

১৬

আহা মরি! সহচরি! হ'ল একি দায়,
তোর সে হৃদয় চোরে, চুরিকরি লয় চোরে
মরি প্রাণ যায়।

করিয়া তাহারে আজি চুরি,
ছিঁড়িল তোমার প্রেম ডুরি;
সজাগ থাকিতে চোরে বিপদ ঘটায়!

১৭

আহামরি! সই! তোর সেই রাকা শশী,
উদিল গগনে যেই, গ্রাসিল রাহুতে তেই,
চিদাকাশে পশি।

কিন্তু, স্থিতি নয় নয় দণ্ড,
সই! করিয়াছে প্রাণ দণ্ড,
আবরিল তোমা, তেঁই অসীম তামসী।

১৮

তোল এবে প্রাণ-সই! 'বসন্ত'-রতন,
শোক তাপ বার বার বিফল করিছ আর
কেন অকারণ?

সইরে ! যাইত যদি তাপ,
কিছু দিন করিয়া বিলাপ,
না হ'ত চলিত কভু সহিত মরণ।

১৯

হে আর প্রিয়সখি ! কারণ ইহার,
আলোচিলে শোচনীয়, শোক তাপ দমনীয়
নাহি থাকে আর।
অনলে দারুর যোগ সম,
শোকানল হইয়া বিষম,
দহিয়া হৃদয়াগার করে ছার খার।

২০

সখিরে ! জীবন-শেষ করিয়া বিলাপ,
যার তরে কাদে মন, পাবে কি সে প্রাণধন ?
যাবে কভু তাপ ?
শুনিয়া এ করুণ রোদন,
গলিবে কি শমনের মন ?
ঘুচাবে কি সে নিঠুর তোমার সন্তাপ ?

২১

হইলে নিয়ত হায় ! বরষা পতন,
সুকঠিন পাষাণের, অণু-ভাগ শরীরের
গলে কি কখন ?

হারা'য়ে ফণিনী শিরোমণি
কভু হায়! পায় কি সে ধনী?
এ হেতু বিফল শোক ত্যজহ এখন।

২২

'চির দিন বিরহের বিষম দহন,
দহিয়া হৃদয়-দেশ, দানিয়া দুখের শেষ,
করিবে পীড়ন।
তা হ'তে পতির সহগতি*
বহু গুণে হয় ফলবতী,
ক্ষণেকের দুখে, চির দুখের বারণ।'

২৩

ভাবিয়া এরূপ বহু দুখিনী রমণী,
মৃত পতি-সহ গতি করয়ে তরল-মতি,
ভাবী নাহি গণি।
কিন্তু, হায়! ভাবি দেখ মনে,
ধিক্ ধিক্ সেই নারী গণে,
জানে না, প্রেমের ভাব সে সব রমণী।

২৪

বিরহ-দহন বিনা কভু প্রেম-ধন,
নাহি বিশোধিত হয়, যেমতি কনক চয়
দহনের দাহ বিনা নহে সুবরণ।

কিন্তু, দৈব হ'য়ে প্রতিকূল,

যদি তায় করয়ে অকূল,

তবু পরলোক তরে রাখিবে জীবন।

২৫

শুন সই! পীরিতের কি রীত, এখন,

জ্বলিলে বিরহানল, ফেলায় নয়ন জল

প্রেমিক সুজন।

ত্যজি নিজ অতুল জীবন

নাহি করে নরকে গমন,

নতুবা, প্রেমের ঋণ শোধিবে কখন?

২৬

হায় রে! অতুল প্রেম, বিরহ দহন,

রহে একাধারে ধরি, সুখ, দুখ দান করি

কখন কখন।

একে তার করিলে গ্রহণ,

কে করিবে অপরে বারণ?

দিবসে হেরিয়া, নিশা হেরেনা ভুবন?

২৭

অতএব প্রিয়সখি! শোক পরিহরি,

পরাণ-নাশক যত, আছে আর হৃদিগত,

সবে দূর করি,

পরমেশে ডাক এক মনে
সদা সই! ভকতির সনে;
তা হ'লে তোমার দুখ নাশিবেন হরি।

২৮

বিলাপিল কত মতে প্রিয়তমা সখা,
ধীরে ধীরে বুঝাইল, মনোমত সান্ত্বাইল
বদন নিরখি।

রাখি তার বদনে বদন
বলে শোক ত্যজিয়া এখন,
সম-দুখ-সুখী জনে সুখী কর সখি!

২৯

সহকার তরুবর পড়িলে ভূতলে,
কোমল মাধবীলতা, হয় না হে ভূমিগতা
নিজ শোক-বলে?

বল, কাহারে ধরিয়া আর
রহিবে, বিগত পতি যার?
অপরে ধরিয়া বাঁচে এই মহীতলে?

৩০

বল, দেখি জলধর অস্তমিত হ'লে,
দামিনী সুখেতে হাসি, কাহার কোলেতে আসি
বসে কৌতূহলে?

করে সুখে প্রেম-আলাপন
মনোদুখ না করি গোপন?
শুধু তার সুখ ভবে, পতি সহ ম'লে।

৩১

বল দেখি, ভানু যদি অস্তাচলে যায়,
কমলিনী সতী তবে, না হেরিয়া নিজ ধবে
দুখ কয় কায়?
বিকসিতা হয় কভু আর?
শোনে কাণে ভ্রমর ঝঙ্কার?
মলয়-সমীর প্রতি আর কভু চায়?

৩২

শুনিতে শুনিতে ধনী পতির মরণ,
পড়ে হ'য়ে মোহ গতা, ভূমে যেন স্বর্ণলতা
রমণী-রতন।
সখী তুলি করি ধরা ধরি,
সযতনে সচেতন করি,
বুঝা'ল নিঠুরা সই মনের মতন।

ইতি মন্দাকিনীবিলাপ কাব্যে মরণবৃত্তান্ত-শ্রবণ নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

১

'করাল কৃতান্ত-রাহু অকালে আসিয়া
গ্রাসিল হৃদয়-চাঁদে চিরকাল তরে,'
ভীষণ অশনি-জিনি এ বাণী শুনিয়া
'বসন্ত'-প্রিয়ার হিয়া শতধা বিদরে।
শোকে, অনুতাপে তাহা পূরিল তখন,
না পেল তথায় ঠাঁই প্রবোধ-বচন।

২

একে তার বিরহের বিষম দহনে
হিয়া জর জর, তনু তনু প্রতিপলে,
তাহে আশাঙ্কুর যাহা ছিল তার মনে,
কাল-কবলিত তাহা মানসের জলে।
কেমনে সহিবে বল, সে যাতনা বালা?
কেমনে প্রবোধে যায়, সে মনের জ্বালা?

৩

ভূমে লুঠাইয়া কাঁদে 'বসন্তের' তরে,
সোণার শরীর এবে ধূলায় ধূসর।
আর সে সুষমা-সার নাহি দেহ'পরে,
বিভূষণ দেহ হ'তে করে দূরতর।

ভবের সুখের আশা মরীচিকা সনে,
ত্যজিলা তখনি ধনী, কবরী বন্ধনে।

৪

স্বভাব-উজলতর যেই কেশ পাশ,
সুরভি কুসুম যাহে শোভিত সতত,
এবে তাহা আলুলিত, ধূলায় নিবাস,
চারুতা, সুবাস তার হয়েছে বিগত।
বিলম্বিত কচরাশি পদদেশে গিয়া
বিলাপ নিবারে যেন চরণ ধরিয়া।

৫

হায়! এবে দুখিনীর কপাল ভাঙ্গিল,
দুখেতে দহিছে হিয়া, জিনিয়া দহনে,
"মন্দাকিনী" পাগলিনী-সমান হইল,
কপালে, হৃদয়ে ধনী হানিছে সঘনে।
চির-বিরহের বাণ পশে হৃদি যার
শান্তিলাভ তার ভাগ্যে ঘটে কভু আর?

৬

কাঁদিতে লাগিলা ধনী বিনিয়া বিনিয়া,
'ওহে গুণময় নাথ! জ্বলিছি সতত,
বিরহ-দহনে হিয়া যিদরে দহিয়া,
জীবনে মরণাধিক যাতনা নিয়ত।

হ'য়ে হৃদ-সরসীর সুবিমল নীর,
জীবন! জীবন হয় করিয়া অধীর!

৭

কোথা গেলে প্রাণ-নাথ! দেহ দরশন,
অধীনীরে—দুখিনীরে হের একবার,
তোমার আসার আশে আছে যেইজন,
কেমনে ভুলিলে তার মলিন আকার?
সরল বলিয়া তোমা জানে সব জনে,
বিষম ছলনা তুমি করিলা কেমনে?

৮

তোমার সে প্রেম-মুখ দেখিব কি আর?
আর কি শুনিব সেই মধুর বচন?
আর কি হেরিব সেই সুষমার সার,
বিমল বদনে তব কমল-নয়ন?
আর কি কখন নাথ! অধর-সুধার
এ পাপ রসনা পাবে, মধুময় তার?

৯

বিরহিণী সুমলিনী দুখিনী কাশীর
কপালে সুখের কণা নাহিক কখন,
হারায়েছে তোমা হেন প্রেমিক! সুধীর!
হারায়েছে হৃদয়ের উজল রতন।

ওহে প্রাণ! সুকোমল বাহু-লতা তব,
আর কি পরশি, কভু হরষিত হ'ব ?

১০

যখন স্মরণ হয়, ওহে গুণাকর!
প্রফুল্ল মূরতি তব, উজল বরণ—
কষিত কাঞ্চন জিনি যাহা মনোহর,
বিমল শ্যামল যাহা মানস-রঞ্জন ;
তখন তোমার এই দুখিনী দাসীর
শোকের আঘাতে হয় হৃদয় অধীর।

১১

অয়ি প্রিয়! প্রেম-নিধে! পরাণ-রতন!
বারেক দাসীরে দাও চরণে আশ্রয়,
নিরাশ্রয়া, নিরুপায়া হয়েছি এখন,
তোমার বিরহে নাথ! ওহে প্রেমময়!
আর কি হেরিব প্রাণ! সেরূপ মিলন,
রূপের, গুণের সহ তোমাতে যেমন ?

১২

হে সরল! সুকোমল তোমার হৃদয়,
জগত-নিবাসী সবে বিদিত এ বাণী ;
কেন হে, দাসীতে এবে কঠোরতাময় ?
ইহার কারণ সখে! কিছুই না জানি।

অথবা, বিমল শশী নিখিল ভুবন
ভুষিছে, নাশিয়া শুধু নলিনী যেমন ;

১৩

কিংবা, যথা খরতর রবির কিরণ
জগত আঁধার নাশে অনুক্ষণ রত,
কিন্তু, সেই তমোহর ভুবন-নয়ন,
কুমুদিনী-হিয়া মাঝে দেয় তম কত ;
দুখিনীর পক্ষে এবে হইয়া তেমন,
হ'তেছ না অণুমাত্র নিন্দার ভাজন।

১৪

দুখের কপাল মোর সহিব অসুখ,
নিয়ত জ্বলিব প্রাণ ! বিরহ-দহনে,
নতুবা, বিধাতা কি হে হইতা বিমুখ,
অসীম করুণা যাঁর অপার ভুবনে,
অনন্ত মঙ্গলময়, অধম-তারণ,
অনাথের নাথ যিনি, পতিত-পাবন ?

১৫

নতুবা, কি প্রাণেশ্বর ! জনক জননী,—
সহিলা আমার তরে যাঁরা বহু দুখ,
যাঁদের কৃপায় এই হেরিনু ধরণী,
দেখিব যাঁদের আগে তব প্রেম-মুখ ;

চির-সুখ-নাশ তরে জ্বালিতা দহন,
নিরত দহনে যার, জর জর মন ?

১৬

নতুবা, স্বজন-গণ এ দাসীর যত,
প্রথমে তোমায় নাথ! দুখিনীরে দানি,
অপর পুরুষে মোরে করিবারে রত,
সাধিতা অনেক মত হ'য়ে অভিমানী ?
অভিমান, পরিণাম দেখিতে না দিল,
অভাগীর শির'পরি অশনি হানিল।

১৭

নতুবা, জীবিত-নাথ! অয়ি প্রেমময়!
তাঁদের কথায় তুমি ত্যজিতা দাসীরে ?
সতত থাকিতে পার্শ্বে তুমি হে সদয়,
কখনো মজিত নহে, আসি তরী তীরে।
কেমনে রুক্মিণী রক্ষা, রুক্মিণী-রমণ,
গুরুজন বিপরীতে করিলা তখন ?

১৮

অবশেষে ছিল যেই আশাঙ্কুর মনে,
মরিয়া দেখহ নাথ! দৈব বাণী-বলে
জেনেও উপায় নেই, গেল অবহেলে,
সফল হইত, যদি [illegible] হ'তো।

সেদিনে পরাণ ! গেলে দাসীর ভবন,
পার্থ সুভদ্রায় যথা, পাইতা তেমন ।

১৯

কিন্তু, বৃথা গঞ্জি তোমা, বৃথা গুরু জনে,
বৃথা এ কঠিন প্রাণ গঞ্জনে কি ফল ?
লঙ্ঘিতে শকতি কার নিয়তি লিখনে ?
কি সাধ্য ভেকের, লঙ্ঘে জলধির জল ?
পশ্চিমে উদিত ভানু, অচল সচল,
তথাপি, ললাট-লিপি রহিবে অটল ।

২০

কোথায় রহিলে প্রাণ ! হৃদয়-ভূষণ !
প্রাণ-হীন দেহ আর কত কাল র'বে ?
করাল কৃতান্ত জিনি দুরন্ত দহন
নিবাইয়া, শান্তি আর কে দিবে এ ভবে ?
তোমার সে প্রেমময় মূরতি মোহন,
কেমনে ভুলিব নাথ ! থাকিতে জীবন ?

২১

বারেক দাসীরে হের দুখিনী-রমণ !
এ পোড়া মুখেতে আর কি কব তোমায়,
হে নাথ ! তোমায় হেরি যে ফুল্ল-বদন,
সে নলিনী কাঙ্গালিনী হের হে কোথায় ।

নিশিতে শিশির-শোকে তাহারে এখন,
জীবনে বধিছে নাথ ! থাকিতে জীবন।

২২

হে প্রাণ ! যে তব প্রেম-জলধি মাঝারে,
ভাসিত শফরী সম, আনন্দে বিহরি,
হৃদয়ে যতনে তুমি রাখিতে যাহারে,
অচ্ছেদ্য প্রেমের ডোরে সদা বদ্ধ করি ;
কেমনে কঠিন মনে ত্যজ আজি তায় ?
কেমনে কঠোর ! তার বিদার হিয়ায় ?

২৩

হৃদয়-সরসী মাঝে রাখিত যে জন
প্রফুল্ল কমল রূপে সতত তোমায়,
কত শত পয়স্বিনী ত্যজিয়া তখন,
দানিলা সৌরভ, তায় ভূষিলা শোভায়।
কেন হে নিদয় ! তারে ত্যজিয়া এখন
মানস সরসী-নীরে হইলা মগন ?

২৪

কোথা ওহে সুধাকর ! সুধার আকর !
হৃদয়-আকাশ এই তমোময় করি,
দানিছ কোথায় প্রাণ ! মনোহর কর ?
শোভিছ তাহারে, তার মলিনতা হরি ?

অকলঙ্ক শশাঙ্ক হে! হইলা এখন,
পূর্ণিমায় করি অমা, কলঙ্ক-ভাজন।

২৫

ক্ষণেক বিরহ তব হইলে নিদয়!
পাষাণ হৃদয় যার, শোকেতে অধীর,
বছর পলকে যার, তিলেকে প্রলয়,
দহিছ হৃদয়, সেই দুখিনী দাসীর?
দুখিনীর দুখময়-হৃদয়-রতন!
প্রাণ-সখা হ'য়ে, প্রাণ নাশিছ এখন?

২৬

যা হৌক, ত্যজিলা তুমি সহজে আমায়,
জ্বালা'তে সতত মোরে, রাখি গুণগণে
তিতাইলা অশ্রু-নীরে এ মলিন কায়,
খুলিলা জনম মত কবরী বন্ধনে।
ওহে নাথ! কি বা দোষে এদাসী তোমার
চরণ কমলে দোষী, বল একবার?

২৭

কিংবা, হে প্রেমিক! তুমি বলিতা সতত,
"তোমার বিরহ ভাল, মিলন হইতে,
মিলনে, তোমায় প্রাণ! হেরি একগত,
বিশ্বময় তোমা পাই, বিরহে দেখিতে।"

তাই কি স্মরিয়া নাথ ! জ্বালিলা এখন,
জিনিয়া অযুত ভানু, বিরহ-দহন ?

২৮

অথবা, তোমার সেই পীরিতি লিখন,—
পড়িয়া এ দাসী যাহা সদা এক মনে,
সুখিত হইত, ভাবি ভাবীর মিলন,
'কাদম্বরী' মাঝে যাহা রাখিনু গোপনে,
একদা হেরিল 'বিধু' গোপনে তাহায়,
তাই কি স্মরিয়া নাথ ! ত্যজিলা দীনায় ?

২৯

অথবা, কি মম মন অন্যে অনুরত,
ভাবিছ, ভাবুক ! এবে করিছ কল্পনা ?
তাই কি দাসীর মুখ হেরিতে বিরত ?
তাই কি দিতেছ এত হৃদয়-যাতনা ?
তাই কি হে প্রতিবাণী দিতেছ না আর ?
কিন্তু, অকারণ এই কল্পনা তোমার।

৩০

যখন তোমার সহ, বিবাহ ঘটনা
হয়েছে পূরবে মম প্রকৃত বিধানে,
তখন হৃদয়ে এই অলীক ভাবনা
পোষিয়া দাসীরে কেন নাশিছ পরাণে ?

তটিনী সাগর-গতা ত্যজি পারাবারে,
অন্য জলাশয়ে যেতে কথনো কি পারে?

৩১

হে নাথ! হ'ত না সদা তব সুখে সুখ?
তোমার দুখেতে দুখ হ'ত না দাসীর?
প্রবাসি! হে নাহি হেরি তব বিধুমুখ,
হ'ত না মলিনা কৃশা অধিনী অধীর?
সমান-ধরমা দীনা ছিলনা তোমার?
তবে নাথ! কেন কর হৃদয় বিদার?

৩২

অথবা, কি স্মর, "সেই শিবানী ভবনে,
ডাকিতে দাসীরে যবে প্রেমে পুলকিত,
অঙ্গুলি সঙ্কেতে আর অপাঙ্গ বীক্ষণে,
সন্নিধানে—প্রেমময় যাইতে ত্বরিত;
তখন লাজের ভয়ে থাকিতে বাসনা
পূরা'তে নারিনু, নাথ! তোমার কামনা।"

৩৩

যথা, নাথ! ক্রীড়কের চালিত কন্দুক
মেদিনীর মহাবল আকর্ষণ ভরে,
মহাবেগে ভূমিতলে পতনে উন্মুখ,
নিবারিত হ'য়ে যায় ধাইয়া অন্তরে।

আইলে সজোরে পুনঃ আকর্ষক প্রতি,
ক্রীড়ক তাহায় গতি নিবারে যেমতি।

৩৪

তেমতি তখন নাথ! এ দুখিত জন,
লাজের তরাসে আর প্রেমের শাসনে,
পশ্চাতে, সুমুখে ক্রমে করিয়া গমন,
পরিশেষে দুখে পশে অন্য নিকেতনে।
কিন্তু, নাথ! এ দাসীর মানস-আয়স
না গেল দেহের সনে, প্রেম-মণি-বশ।

৩৫

কিংবা, যবে গুরুজন হ'য়ে আনন্দিত,
সুকোমল অঙ্কে তব, রাখিত দাসীরে,
অবশ হইত তনু, প্রেমে পুলকিত,
তখন মজিয়া নাথ! প্রেমানন্দ-নীরে।
চন্দ্রকান্ত মণি যথা সুধাংশুর করে,
গলিয়া পড়িনু নাথ! তব দেহ'পরে।

৩৬

মুদিল তখনি আঁখি, রোধিল শ্রবণ,
পড়িল নয়ন-নীর তখনি ধারায়,
সুখ কি হইল দুখ, না জানি তখন,
সে ভাব প্রকাশি-বাণী না হেরি ভাষায়।

তখন না বলি বাণী ছিনু অধোমুখে,
তাই কি স্মরিয়া এবে রাখিলা এদুখে ?

৩৭

অথবা, হে পুরা-রম্য, সেই হর্ম্ম্য মাঝে,
মৃদুল মলয়ানিল বহিলে শীতল,
আসিলে তমোহা উষা, মনোহর সাজে,
চেতন করিতে এই মানব সকল ;
হাসিতে হাসিতে আসি বলিলা দাসীরে,
হায় রে ! সে মধুময় স্বরে ধীরে ধীরে।

৩৮

ধরিয়া দাসীর এই কঠিন চিবুকে,
প্রেমে পুলকিত তব সুকোমল করে,
দাসীরে পীরিতি রসে রোমাঞ্চিয়া সুখে,
কমল নয়ন ফেলি এ আনন'পরে ;
"যেওনা বালিকা-পাঠশালে প্রিয়ে ! আর,
মহামণি খনি বিনা শোভা দেয় কার ?"

৩৯

কিন্তু, নাথ ! ক্ষমাময় জানিয়া তোমায়,
মধুময়—সুধাময় তোমার আদেশ,
অনুরোধ-বশে দাসী কয়েক দিবায়,
না পালি, সে পাঠ-ভূমি করিল প্রবেশ।

অসন্তোষ-বিষে হ'য়ে তাই কি জর্জ্জর,
হতেছ না, দাসী-দুখে এখন কাতর ?

৪০

কিংবা, যবে পরিণয় লৌকিক বিধানে
গুরুজন, এ দাসীর ঘটা'লে অপরে,
না ভাবি ভাবীর শোক-সলিলনিধানে,
ধরম-পরমধন নাশি, অকাতরে।
হায় ! হায় ! সহকার ভাবি যবে মনে,
বাঁধিলা অনাথা লতা বিষতরুসনে।

৪১

সে দিন—সে ঘোরতর বিষম দুর্দ্দিন,
ভীষণ ঝটিকাসম, জীবন-সাগরে,
হৃদয়-আকাশ যবে জীমূত মলিন,
সন্তাপ-দবাগ্নি দহে সুখ-তরুবরে।
হায়রে ! যে যমসম বাসরে আশার
সুখপ্রদ নবাঙ্কুর না রহিল আর।

৪২

হে নাথ ! কয়েক দিন পূরবে তাহার,
লিখিলা যে প্রেম-লিপি আশঙ্কিত মনে,
হায়রে ! নিবারি মোরে শত শত বার,
ছিঁড়িতে, সুদৃঢ় এই প্রেমের বন্ধনে।

অবশেষে লিখিলা হে দাসিতে উত্তর,
মজিয়া করুণ-রসে বিরহ-কাতর।

৪৩

দুখেতে উত্তর তার, না দিনু যখন,
ভাবিলা দাসীর মন নাহিক তোমায়,
তাই কি ত্যজিলা ঘোর কলুষ-ভবন—
কৃতজ্ঞতা-হীন এই ধরায় হেলায়?
প্রাণাধিক এ জনার হেরি আচরণ,
ত্যজিলা পরাণ, তুচ্ছ ভাবিয়া তখন?

৪৪

অথবা, বিবাহ পরে প্রথম যখন,
মিলিল দাসীর পাপ-মলিন নয়নে,
পবিত্র প্রসন্ন তব কমল নয়ন,
তোমার স্বসার সেই শোভন ভবনে।
হায়রে! মিলিল যেন বিরল গহনে,
চন্দ্রিকা-উজল দেশ, তমোময় সনে।

৪৫

অথবা, পবিত্র-নীরা জাহ্নবীর নীর
সর্ব্ব কর্ম্ম-বিনাশিনী কর্ম্মনাশা সনে,
কিংবা, যথা সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশীর,
নাহ্ম ভদ্রা, অভ দ্রদ, তিথির মিলনে;

অথবা, পীযূষ-রাশি সন্তাপ-হারক,
মিলিল বিষেতে যেন—জীবন নাশক।

৪৬

হে নাথ! তখনি এই দুখিনী দাসীর
অধরে উদিল হাসি, অবিদিত রূপে,
কিন্তু, হে তখনি তাহা হইল, সুধীর!
বিলীন, মগন হ'য়ে বিষাদের কূপে।
ঝরিল কপোলে অশ্রু, বাজিল হিয়ায়,
বহিল সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাসের বায়।

৪৭

তথাপি, কঠিনা এই পাষাণী তখন,
(চির বদ্ধ হিয়া যার তব প্রেম পাশে,)
উচ্ছ্বাসী ন্দের ভাব, তবু আলাপন
না করিল মনোমত, স্বামীর তরাসে।
হে প্রাণ! নিঠুরা কত কঠোর বচন,
দুখের দহনে দহি বলিল তখন।

৪৮

বলিয়া, "উপরি মেরে ঝুপারি" এ প্রাণ,
কত যে ভর্ৎসিল তোমা, মোহের ছলনে,
হায়রে! কত যে দুখ, সহিলা না জানি,
স্মরিয়া দাসীর সেই কঠোর বচনে।

তাই কি স্মরিয়া এবে, হৃদয়-রতন !
মানস সরসী-নীরে হইলা মগন ?

৪৯

হায়রে ! জিজ্ঞাস তুমি বারেকের তরে,
সরলা সুশীলা তব সে তিন স্বসায়,
অনুতাপ কত, সেই অপরাধ ভরে
সয়েছি, পেয়েছি কত যাতনা তাহায় ।
কত যে ঝরিল অশ্রু, স্মরিতে তখন
নিজের সে অপরাধ, বিষম ভীষণ ।

৫০

কি আর বলিব প্রাণ ! শোকেতে বিকল,
তোমার বিরহে দশা দাসীর হেরিয়া,
সুকঠিন তব হিয়া ত্যজিয়া কেবল,
জ্বলিছে, গলিছে হের, জগতের হিয়া ।
হায় ! চির-ভিখারিণী করিলা এখন,
কাঙ্গালিনী বেশে দাসী কাটা'বে জীবন ।

৫১

অথবা কঠিন প্রাণে কি ফল রাখিয়া ?
ত্যজিলা প্রাণেশ যারে দেখিয়া পাপিনী,
প্রেম-হীনা, কপটিনী মনেতে ভাবিয়া,
ত্যজুক পরাণ, সেই চির অভাগিনী ।

রে কঠিন প্রাণ ! এবে ত্যজ দেহাগার,
নতুবা, প্রকাশি বল, করিব সংহার।

৫২

হৃদয়ের মণি যিনি, নয়ন-অঞ্জন,
শরীরের সুশীতল বিলেপন সার,
যিনি সুধাকর জিনি মানস-রঞ্জন,
কণ্ঠের কোমল হার বাহুলতা যাঁর :
সেই প্রিয়তম যারে ত্যজিলা এখন,
তাহার সুখদ হ'বে অসার ভুবন ?

৫৩

দুখিনীর পক্ষে এবে আঁধার সংসার,
উজল হৃদয়মণি-দিনমণি বিনা,
উদয় হইল ক্রূর করাল নিশার,
যাহার প্রভাত কভু না হেরিবে দীনা।
কেমনে রহিবে দেহে ওরে হত প্রাণ !
প্রাণধন বিনা ? তবে কররে পয়ান।

৫৪

হে কৃতান্ত ! দুখ অন্ত কর দয়া করি,
দুখিনীরে স্থান দিয়া নিজ নিকেতনে,
ত্বরায় তরাও কাল ! যাতনায় হরি
একাল বিরহানলে দাহিয়া জীবনে !

ধর্ম্মরাজ তব নাম, করহে বিচার,
আশ্রয় অসার ভবে, কে আছে দীনার ?

৫৫

হে শমন ! তব পুরী যে করে গমন,
ঐহিকের সুখ রাশি দুখেতে ফেলিয়া,
তাহারি নিকট তুমি সতত ভীষণ,
দণ্ডধর ! দণ্ডে তারে শাসিছ পিষিয়া।
সংসারে অসার বোধ নিয়ত যাহার,
ভীষণ কখনো নহ নিকটে তাহার।

৫৬

যে সতী, পতির পাশে রহে অবিরত,
যে পতি, সতীর সহ প্রেমেতে মগন
ভুলিয়া ভবের দুখ সুখেতে সতত,
তাদের নিকট তুমি বিষম ভীষণ।
বিকট সংকটময় মুরতি করাল,
তারাই হেরিছে তব লোচন ভয়াল।

৫৭

একারণ, হে শমন ! হইয়া সদয়,
দুখিনীরে দুখ হ'তে কর পরিত্রাণ,
কাঁপিতে কাঁপিতে যাহা মানব সভয়
হেরিছে বিবশ দেহে, দেও সেই স্থান।

ভীষণ সে ঠাঁই হ'বে সুখদ আমার,
মানব স্বভাব থাকে, বিরহী জনার ?

৫৮

রোগেতে কাতর, আর শোকেতে মগন
কত শত দুখী জনে দিতেছ আশ্রয়,
পতি-বিরহিণী কত পতিব্রতাগণ
তোমার শরণ ল'য়ে জুড়ায় হৃদয়।
এ দুখিনী বিরহিণী লইল শরণ,
সদয় হইয়া নেও নিজ নিকেতন।"

৫৯

বলিতে বলিতে ধনী ক্ষণকাল তরে
শোকের প্রবাহ বলে হইলা নীরব।
ইন্দ্রিয়নিচয় তার, স্থিরতায় ধরে,
বিকল মানসে হ'ল চপলতা সব।
পুত্তলিকা সম রামা হইলা তখন
বাহিরে, অন্তরে বহে শোকের পবন।

৬০

শোকে স্বররোধ হেতু, করুণ বিলাপ
ক্ষণকাল শ্রুতিপথে নাহয় পতিত ;
কিন্তু, নয়নের নীর, তটিনী প্রতাপ,
তখনি প্রকাশে দুখ, হইয়া গলিত।

শোকানলে পুড়ি তার ইন্দ্রিয় বিকল
ক্রমশঃ, ত্যজিল তারে শরীরের বল।

৬১

নয়ন-সলিলে তার বসন তিতিল,
ধূলায় ধূসর দেহ ভিজিল তাহার,
অবস্থান-ভূমিভাগ হইল পঙ্কিল,
দর্শন শকতি নাশ হ'ল অবলার।
অশ্রুর পতন আর উত্থান ভিতর,
ছায়া সম হেরে সব লোচন কাতর।

৬২

শোকের জলধি মাঝে পড়িলা রমণী,
নিশ্বাস-পবন বহি, ঘন ঘন তায়
আকুল করিল তার ধীরতা-তরণী
অনুক্ষণে অবলার হরি চেতনায়।
বায়ুবেগে অভিহতা কদলী যেমন,
কাঁপিতে লাগিলা ধনী শোকেতে তেমন।

৬৩

কভু ভূমি'পরে পড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে
শ্রোতার কঠিন হিয়া বিদরিয়া বালা,
চেতনা সঞ্চার তার যবে হয় চিতে;
কভু হরে ক্ষণকাল মোহ তার জ্বালা।

কভু বা কাঁপিছে ধনী থর থর ক'রে
কখনো অচল সম স্থিরতায় ধরে।

৬৪

কখনো হেরিছে ধনী মোহের ছলনে,
যেন তার প্রাণাধিক নিকটে আসিয়া
তুষিছে হসিত মুখে মধুর বচনে,
হাসিছে তখনি ধনী মোহিত হইয়া।
মোহের বিগমে পুনঃ নাহেরে তাহায়,
বিগত হসিত ভাব, করে হায় হায়।

৬৫

কখনো পলক-হীন নয়ন কমল
অবিরল জলধারা ত্যজিছে তাহার,
কভু শোকানল তার হইয়া প্রবল,
নয়ন-সলিল রাশি শোষিছে আবার।
শোকানল, অনলের সমতা কেবল,
নামে নামে নহে, কাযে হয় অবিকল।

৬৬

বিলাপে বিরহাতুরা 'মন্দাকিনী' ধনী,
"ছিঁড়িলা, কঠিন! এবে মায়ার বন্ধন!
নিরাশিলা, অভাগিনী দুখিনী রমণী,
আশ্বাস দানিয়া তারে হৃদয়-রতন!

সুধার আকর নাথ ! কোমল-হৃদয় !
না পূরা'লে চকোরীর আশা, নিরদয় !

৬৭

নিদয় ! যদি হে তব হেন মনে ছিল,
তবে কেন যবে দাসী নিজের জীবন,
চরণ-কমল তব সেবিতে, সঁপিল,
বারেক তখন নাহি করিলে বারণ ?
কেনহে কঠোর ! দাসী সঁপিলে হৃদয়,
বলেছিলা—"এ হৃদয় তোমারি নিলয় ?"

৬৮

কেন তবে প্রাণাধিক ! পিতার ভবন,
রঞ্জিতে, মোহনরূপে উজলিয়া তায় ?
বরষিয়া সুধাময় মধুর বচন,
পূরিতে পুরীর সেই শ্রবণ সুধায় ?
কেন বা, দাসীর মন, শ্রবণ, নয়ন,
একেবারে সুধারসে মজা'তে তখন ?

৬৯

কেন বা, হে প্রিয়ম্বদ ! রসিক সুজন !
বলেছিলা একদিন বিশেষি আমায়,
"ধন, মান, যশ আর প্রিয় পরিজন,
ত্যজিলেও মোরে, নাহি ভুলিব তোমায়।

অয়ি প্রিয়ে! এ দাসের পাষাণ হিয়ায়
রচিত মুরতি তব, কভু ভোলা যায় ?

৭০

কেন বা, সুশিক্ষা, সখে! করিতে প্রদান,
যখন যাইতে তুমি সে পাপ-নিলয় ?
অজ্ঞানতা-তমঃ নাশি কেন দয়াবান্
করিতে জ্ঞানের শশী মানসে উদয় ?
কেমনে ভুলিব তোমা, যা হেরি যখন,
তা'তেই তোমার গুণ হেরি হে তখন,

৭১

উপদেশ দানে ছিলে শিক্ষক প্রবর,
প্রেম-রস আলাপনে প্রিয়তম পতি,
মনের হরণে ছিলে নিপুণ তস্কর,
হৃদয়-রাজ্যের তুমি একেশ ভূপতি,
বিপদে অভেদ দুর্গ ছিলে, গুণবান্!
সম্পদে দ্বিগুণ সুখ করিতে প্রদান ॥

৭২

কেন হে হৃদয়ানন্দ! সদানন্দময়,
হেন রূপ, কত রূপ সুখে মজাইতে ?
লিখিতে মোহিনী লিপি কেন, নিরদয় ?
যাহাতে দ্বিগুণ আশা হ'ত এই চিতে ?

কেন হে কোমল! তব বিমল চরণে
ক্ষণেক দানিলা স্থান, জ্বালা'তে এ জনে?

৭৩

অথবা, সুখের পরে দুখ, ঘোরতর
জানিয়া, এ হেন কায করিলা নিঠুর
রমণী অবধ্য বলি জানে সব নর,
তাহার বিনাশ হ'ল এতই মধুর?
পাপিনী বিনাশে নাথ! নাহি দোষ লেশ,
কোথায় পেয়েছ সাধু! হেন উপদেশ?

৭৪

কিংবা, হে প্রেমিক! তব দোষেতে কখন
ঘটে নাই, দুখিনীর এ ঘোর যাতনা,
অপরের দোষে দুখ সহে কোন্ জন
যদি না তাহার রহে কলুষের কণা?
সহিলা অনেক দুখ, মোর সুখ তরে,
না পাইনু সুখলেশ নিজ দোষ ভরে।

৭৫

হে নাথ! ত্যজিলা তুমি সহজে তখন
নিন্দুকের বিষময়ী রসনার ভয়;
উপেক্ষিলা কত শত স্বজন বচন,
অসুখে, দাসীর তরে যাপিলা সময়।

কিন্তু, সে সকলি হ'ল বিফল এখন,
দুখিনীর দুখময় কপাল লিখন !!!

৭৬

শুনহে গুণের নিধি ! এই অভাগিনী
যদি হে তোমার সহ চিরদিন র'বে
অভেদ-হৃদয়ে, সখে ! হইয়া পাপিনী,
কাহার ভোগের তরে র'বে দুখ তবে ?
হা নাথ ! তামসী নিশা সুধাকর সহ
চির দিন সহে না কি বিষম বিরহ ?''

৭৭

বিলাপি করুণ রবে হেন রূপে বালা,
ফেলিয়া শোকের কূপে পরিজন গণে,
সম-দুখী সখী জনে সঁপি নিজ জ্বালা,
ভূতলে পড়িলা ধনী, স্মরি প্রেমধনে।
অমনি হরিল মোহ চেতনা তাহার,
অমনি সে মণি শোভা করিল আঁধার।

৭৮

পরিজন চারিদিকে করে হাহাকার,
উঠিল রোদন-রোল, সখীগণ-মুখে,
সকল কপোলে বহে সলিলের ধার,
বিদরিল সব হিয়া ঘোরতর দুখে।

শোকের প্রবল ঝড় উঠিল তখন,
করুণ রোদনময় সকল বদন।

৭৯

চেতনা সঞ্চার তরে দাস দাসী যত,
শীতল সলিল তার দানিয়া বদনে;
ত্বরায় তাহারা হ'ল ব্যজনে নিরত,
আশ্বাস পাইল, হেরি নিশ্বাস পবনে।
কেন রে অবোধ! এবে কর সচেতন?
ক্ষণকাল অচেতনে, জুড়াক জীবন।

৮০

হায় রে! প্রেমের বন কিবা সুমধুর,
লিখিতে লেখনী নারে, বলিতে বচন;
বিরহ ভুজগ যদি না রহে নিঠুর,
বিষের জ্বালায় যার, জ্বলে শেষ মন।
প্রেমিকের প্রেমময় সুকোমল হিয়া,
অশেষ যাতনা পায়, জ্বলিয়া জ্বলিয়া।

ইতি মন্দাকিনী-বিলাপ কাব্যে মূর্চ্ছা নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

১

" 'মন্দাকিনী' পতির বিহনে,
শোকের জলধি জলে মজিয়া, সতত জ্বলে
পূর্ব্ব-স্মৃতি- বাড়ব দহনে।
সখী সনে নাহি বাণী, বিফল জীবন জানি
করিছে বিলাপ, বালা সদা এক মনে।"
শুনিয়া 'কেশব' এই দুখের বচন,
যথা সে দুখিনী, তথা করিলা গমন।

২

'নিশাপতি' নিবাসে পশিয়া,
দেখিলা 'কেশব' সবে, কাঁদিতে-করুণ রবে
দুখিনীর দশায় স্মরিয়া।
যথা অস্তে গেলে রবি, নিশার মলিন ছবি,
তিমির-বসনে বিশ্ব রাখে আবরিয়া,
'বসন্ত'-তরণি বিনা তথা সে ভবন,
বিষাদ-মলিন ভাব করিছে ধারণ।

৩

ছিল, যথা আনন্দ অপার,
আজি তথা হাহাকার, ঘোর দুখ পারাবার,
সে আনন্দ চিহ্ন নাহি আর।
আছে সে বিচিত্র হর্ম্ম্য, কিন্তু, আর নহে রম্য,
হয়েছে শ্রীহীন, যথা শ্মশান আগার।
অথবা, জলদকালে অমা-বিভাবরী,
নিশীথে মলিন যথা, পান্থ-দুখকরী।

৪

কিংবা, যবে রঘুকুলমণি
কুটিলা কেকয়ী তরে, রাজ্য ভার ত্যজ্য ক'রে,
ঘোর বনে পশিলা নৃমণি,
তখন কোশল ধাম, কেঁদে কেঁদে অবিরাম,
হইল মলিন যথা, দিবস রজনী।
অথবা, সে গুণনিধি অভিরাম রাম,
যাইলে ত্রিদিবে যথা শ্রীহীন সে ধাম।

৫

কিংবা, যবে স্বকুল-ভূষণ
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ধর্ম্মবীর মহাধীর
প্রজাপ্রিয় নৃপতি-রতন,

চলিলা গহন বনে, সোদর গণের সনে,
অক্ষের দীবনকালে পণের কারণ ;
তখন সে ইন্দ্রপ্রস্থ হইল যেমতি,
এখন এ ভবনের তেমতি দুর্গতি।

৬

হেন দশা পুরীর হেরিয়া,
'কেশব' শঙ্কিত মনে, দ্রুতপদ সঞ্চালনে,
পশিলা সে গৃহে চমকিয়া।
(যথা 'মন্দাকিনী' বালা, রচিয়া কুসুম-মালা,
দুর্লভ বল্লভ গলে সুখে পরাইয়া,
বলিত, হে বংশালি! বাজাও এখন,
সে মধুর বংশী, যাহে মজে গোপীগণ।)
দেখিলা তথায় সেই রমণী রতন।

৭

স্থিরাসনে বসি একমনে,
মলিন বসন পরি, অস্থিসার দেহ ধরি
প্রিয়গুণ জপিছে যতনে।
ধূলায় ধূসর তনু, অনাহারে করি তনু
ফেলিছে সঘনে বালা শ্বাস সমীরণে।

অনিবার অশ্রুপাতে কপোলে তাহার
পড়েছে কালিমা, যথা রেখার আকার।

৮

হায়! যথা সধূম অনল,
অথবা, বিমল শশী যথা রাহুমুখে পশি,
তথা রূপ হয়েছে সমল।
যত তার অবয়ব, দিন দিন কৃশ সব,
স্থূলতা ধরেছে শুধু নয়ন যুগল।
নাই সে সুষমাময় বসন ভূষণ,
কুসুম-রহিতা যেন লতিকা-রতন।

৯

ক্ষণপরে রমণী-রতন,
হেরিয়া 'কেশব' ধীরে, ফেলিয়া নয়ন-নীরে,
পুনরায় বিলাপে তখন।
করি হাহাকার ধ্বনি, বিদীর্ণ-হৃদয়ে ধনী
করিলা আকুল সেই বিপুল ভবন।
বলিলা, 'কেশব!' আজ একা কি কারণ?
কোথায় রাখিয়া এলে হৃদয়-রতন?

১০

চিরদিন লইয়া তাঁহায়,
আসিতে এ পুরীমাঝে, (যথা এ'নে দ্বিজরাজে,
বিমল প্রদোষ সুখে মজায় নিশায়।)
আজি কেন সঙ্গে ক'রে, না আনিলে সুধাকরে?—
বলিতে বলিতে ধনী চেতনা হারায়।
স্বজন-সমীরে পেলে শোকের দহন,
হায়রে! দ্বিগুণ জ্বলি, জ্বালায় জীবন।

১১

দয়াশীল 'কেশব' তখন,
দানিয়া শীতল নীরে, ব্যজনিয়া ধীরে ধীরে,
পুনঃ তায় করিলা চেতন।
চেতনা পাইলে বালা, ঘুচা'তে তাহার জ্বালা,
বলিতে লাগিলা তায়, প্রবোধ বচন।—
"অয়ি মন্দাকিনি! ত্যজি শোকের দহন,
ঈশ্বর চিন্তন করি জুড়াও জীবন।

১২

দয়াময়, শান্তি-নিকেতন,
স্মর তাঁয় একমনে, যাবে শান্তি-নিকেতনে,
পাপ তাপ র'বেনা কখন।

হইতে ভবের পার,　　না হেরি উপায় আর;
বিনা সেই গুণ-ধাম অধম-তারণ।
অতএব ত্যজি শোক, গাও অবিরাম,
মধুময়—সুধাময় দয়াময় নাম।”

১৩

শুনি সেই মধুর বচন,
‘মন্দাকিনী’ বিধুমুখী　　হইয়া ক্ষণেক সুখী,
বাখানি ‘কেশবে’ অগণন ;
প্রণমিয়া গুরুজনে,　　নিবেদি বান্ধবগণে,
বিজনে, সাধন তরে করিলা গমন।
না পেলে অন্তিম সীমা শোক-দাবানল,
প্রবোধ সলিলে কভু হয় কি শীতল ?

১৪

ভবনের অদূরে রচিত,
ছিল যেই উপবন,　　স্তব্ধ শান্ত-দরশন
তরু লতা-কুসুম-শোভিত ;
পাখীর কাকলী গান,　　যথা হরে মনঃপ্রাণ,
কৃত্রিম তটিনী, উৎস যথা বিরাজিত ;
তথা সে কমল-মুখী স্থিরি বাসস্থান,
আরম্ভিলা ঘোরতর সাধন বিধান।

১৫

চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া দহন,
পঞ্চম দহন 'পরি নয়ন স্থাপন করি,
পঞ্চতপা, করয়ে সাধন।
একাহারে, অনাহারে, প্রতি পঞ্চদশ বারে,
বিভুগুণ গানে, তপ করিলা যাপন।
যথা, দেবী ভগবতী শিব লাভ তরে,
করিলা কঠোর তপ, আকুল অন্তরে।

১৬

ঘনাগম হইলে আগত,
নিরান্তর ভূমিতলে বসিয়া, বরষা জলে
সিক্ত দেহে, আরাধনে রত।
ভীষণ শিশির কালে, আকণ্ঠ সরসী জলে
মগন করিয়া তনু, রহিয়া সতত;
নেত্রনীরে দয়াময়-মঙ্গল চরণ'
ধৌত করি জ্ঞান-শীলা গাইলা তখন।

১৭

"দয়াময়! পতিত পাবন!
কলুষ-আঁধার মাঝে, তব দয়া-দ্বিজরাজে
বিতরিয়া তারহে এখন।

"কবে হেন দিন হ'বে, হৃদয়-আসনে র'বে,
জুড়া'বে তাপিত হিয়া দাসীর তখন ?
ভকতি-কুসুমে কবে, প্রেমের চন্দনে,
পূজিবে, অনাথা তব মঙ্গল চরণে ?

১৮

কবে নাথ! তব দয়া গুণে,
জ্ঞান-অসি ধরি করে, পাশ-ছাগ ছেদ্ ক'রে,
আনন্দে গাইব তব গুণে ?
প্রেমানন্দে মজি তব, ভুলিয়া এ ভীম ভব,
পাইব শান্তির জল, কলুষ-আগুণে ?"
এরূপে প্রার্থনা করি যাপিলে শিশির,
দৈব বাণী হেন রূপ হইল গভীর।

১৯

"অয়ি বৎসে! হেরি তব দুখে,
রহিতে না পারি আর, শুন শুভ সমাচার,
পরিণামে র'বে যায় সুখে।
ঈশ্বরে মানসে স্মরি, মানসে গমন করি
ডাক, সেই প্রাণ-প্রিয় সংসার-বিমুখে।
তা'হলে পাইবে সেই পরাণ-রতন,
মানসে সমাধিগত 'বসন্ত' এখন।"

২০

'মন্দাকিনী' এ বাণী শুনিয়া,
চমকি চৌদিকে চায়, কিছু না দেখিতে পায়,
শুনি পুনঃ, উঠে শিহরিয়া।
হায়রে! সৎপথে যদি, রহে নর নিরবধি,
অবশ্যই হয় সুখ, দুখ বিনাশিয়া।
ভকতি-আনন্দে বালা বলিলা তখন,
"জানিনু মহিমা তব, অনাথ-শরণ!

২১

কোথা নাথ! অধম-তারণ।
অপার করুণাময়, অসীম মহিমালয়,
দীন নাথ! পতিত-পাবন!
দয়াময় তব নাম, অসীম গুণের ধাম,
অনাথের নাথ তুমি ভকত জীবন;
মানস সরসী তীরে গমন বাসনা
পূরাও, বিতরি নাথ! করুণার কণা।"

২২

আহা মরি! সেই স্তব সনে,
বরষি পীযুষ রস, করিলা ভুবন বশ,
সুধাকর আনন্দিত মনে।

বাসন্তী পূর্ণিমা নিশা, আলোকিত দশদিশা,
যেন ঘন সুধালেপ দিয়েছে ভুবনে।
বিমল বিভার ভয়ে আঁধার অধীর,
ছাড়িল জগত, বিনা গহ্বর গভীর।

২৩

ধ্যান-রত যথা যোগিগণ,
হৃদয়ে বিমল শান্তি, বদনে অমল কান্তি,
স্থির-দেহে রহে অনুক্ষণ।
তথা সেই নিশা ভাগে, অন্তরের অনুরাগে,
বিমল দেহের কান্তি ধরিয়া ভুবন,
রহিল গম্ভীর ভাবে, নিশীথ সময় ;
মাঝে মাঝে শুধু রব করে পাখিচয়।

২৪

শোভিছে গগনে অগণন,
হীরকের মালা যথা, তারকা নিচয় তথা,
নিশা গলে হইয়া ভুষণ।
মধ্যমণি শশী মাঝে, আহা মরি কি বিরাজে!
নিশাপতি পেয়ে নিশা প্রেমে নিমগন ;
তাই যেন সুধাময় কর প্রসারণে,
আলিঙ্গিছে নিশাশ্রয় নিখিল ভুবনে।

২৫

আকুল চকোরকুল সুখে
চাহি সুধাকর পানে, একমনে একপ্রাণে,
সুধা তরে ধায় নভোমুখে।
অপর বিহগ গণ, ভাবি দিবা আগমন,
মাঝে মাঝে কোলাহলে, যথা দিবামুখে।
কোকিল ললিত তান ছাড়ে কুহু ব'লে
কোকিলার প্রেমরসে মজি কুতূহলে।

২৬

মলয় অনিল সুশীতল,
ধীরে ধীরে বহি ভবে, আনন্দে মজায় সবে,
বিরহীর মন শুধু করিছে বিকল।
নাহিঅতি-তাপ-শীত, সুখময় চারিভিত,
মধুর মধুর বায়ু নহেত সজল।
তরুলতা বনরাজি নব বেশ ধরি,
আহামরি! কি সুন্দর শোভে মন হরি।

২৭

বাসন্ত কুসুম নানা জাতি,
মল্লিকা, যূথিকা আর গন্ধরাজ গন্ধ-সার
সুরভি সুষমাময় জাতি,

স্বরূপে, সৌরভদানে, কেড়ে ল'য়ে মনঃপ্রাণে,
চৌদিক উজলে যথা প্রকাশিয়া ভাতি,
লিখিতে কাহিনী তার পারে কোন্‌জন
লেখনী—মসিতে ভরা করিয়া চালন ?

২৮

হেন কালে সতী বিনোদিনী
নমি জগতী শরণে, গৃহে গিয়া বন্ধুজনে,
দেখা দিলা 'বসন্ত' কামিনী।
বলি সব বিবরণ, স্থিরিয়া তাঁদের মন,
মানস-সরসে পরে চলে একাকিনী।
হায়রে! উৎসাহ-বায়ু বহে যে হিয়ায়,
কাহার শকতি আছে, ফিরায় তাহায় ?

ইতি মন্দাকিনীবিলাপকাব্যে দৈববাণী শ্রবণ-নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

১

চলিলা মানসতীরে যবে 'মন্দাকিনী',
সন্ন্যাসিনী বেশে বালা, করিয়া চৌদিক আলা,
পতির জীবন তরে, প্রেমভিখারিণী।
পিতা মাতা বিষাদিত মনে,
শোক-অশ্রু-পূরিত-লোচনে,
নিবারিলা, কত তায় কহিয়া কাহিনী।

২

বলিলা, 'মানস বাছা! বহুদূর অতি,
অতিক্রমি নদী, নদ, গহন কানন-পথ,
কেমনে কোমল দেহে করিবে মা! গতি?
হায়! ভানু যাহার বদন
হেরে নাই জীবনে কখন,
কেমনে করিবে সেই কান্তারে বসতি?

৩

শুনেছি, মানস-পথ অমানুষ-গত,
কেশরী, কানন-করী পথের দুধারে পড়ি,
লকলক করি জিভ রহে দ্বীপি শত,

বিস্তারিয়া ফণী ভীম ফণা,
শ্বাসে ফেলি আগুণের কণা,
কাঁপায় জীবের জীব গর্জ্জিয়া সতত।

৪

কাহার শকতি হেন, সেই পথে যায়?
ভীষণ সংগ্রাম মাঝে, সাজিয়া সমর-সাজে,
নির্ভয়ে, আনন্দে যারা অনায়াসে ধায়;
তরাসে সে সব বীরগণ
নাহি যায় যে পথে কখন,
সে পথে কেমনে বাছা! যাইবে তথায়?

৫

দেখ, মা! মোদের আর আছে কিবা ধন?
তুমি মা! নয়ন মণি, স্নেহ রতনের খনি,
দুখের জলদে তুমি আশা-সমীরণ।
দিয়া আজ তোমারে বিদায়
নিরদয় কঠোর হিয়ায়,
কেমনে রহিব, বল জীবন-রতন!

৬

বাছারে! হরিণ-শিশু হরিলে শমন,
হরিণ-দম্পতি আর বহে সুখে দেহ ভার?
ছট ফট করে দুখে হইয়া মগন।

কেমনে অঙ্কের সেই ধনে,
নরদেহী সঁপিয়া শমনে,
দুখময় এ সংসারে ধরিবে জীবন ?

৭

হায়রে! তোমারে বাছা! কি বলিব আর?
স্বভাব-উজল মণি ত্যজিয়া নিজের খনি,
আকরে যেমতি করে ভীষণ-আঁধার।
কিংবা, ঘোরতর ঘন যবে,
আবরে আকাশ ভীম রবে,
তখন মলিন যথা, নিখিল সংসার।

৮

হয়েছে, মোদের হিয়া হৃদয়-রতন!
তা হ'তে মলিন এবে তোমার দশায় ভেবে,
শোকের তিমিরময় মানস ভবন।
বাছা! তোর এ বেশ হেরিয়া
যে রূপ জ্বলিছে এবে হিয়া,
আগ্নেয় ভূধর কভু জ্বলে কি তেমন ?

৯

অথবা, সাহারা-গামী পথিক নিচয়,
ভীষণ নিদাঘ কালে রবির কিরণ জালে
মধ্যন্দিনে যবে হয় তাপিত-হৃদয়;

অনল সমান বালুকায়
জ্বলে যবে তাহাদের কায়,
তখনো তাঁদের কভু এত জ্বালা হয় ?

১০

হায়রে ! সুশীলে ! তুমি চারু বিলেপন,
যে দেহে সতত ধরি শোভিতে, কমল' পরি
চন্দনের রস যথা করিলে লেপন।
এবে সে বিমল তনু সনে
ভস্মরজঃ লভিল মিলনে,
দেখিয়া কেমনে ধৈর্য্য করিব ধারণ ?

১১

অয়ি বৎসে ! ফুল-তেল মাখি, ফুল-নীরে
ধৌত করি কেশ পাশ, দিয়া তায় ধূপ বাস,
সেবিতা যখন তুমি মলয় সমীরে ;
প্রসাধিকা আসিয়া তখন
সুখে করি কবরী বন্ধন,
কনকের ফুল রাখি কবরীর শিরে ;

১২

বলিত—"হে বিধুমুখি ! কি বলিব আর ?
আহা মরি কিবা শোভা, মুনিগণ মনোলোভা,
দু দিকে দামিনী, মাঝে মেঘের সঞ্চার।"

হায় রে ! সে কবরী এখন,
ত্যজিয়া ধরেছ, বাছাধন !
ফণিনী-নিন্দিত জটা বিকট আকার ।

১৩

বাছারে ! পরিয়া সদা বিমল বসন,
ধরিতে ভূষণ চয়, হীরক-কনকময়,
কুসুম-ভূষিতা যেন লতিকা রতন ;
আজ, সে সুবেশ পরি হরি,
গেরুয়া বসন দেহে ধরি,
কেন মা ! পাষাণ হিয়া কর বিদারণ ?

১৪

হায় রে ! বান্ধব মাঝে থাকিয়া যে জন,
চর্ব্ব্য, চূষ্য লেহ্য, পেয়, নানাবিধ উপাদেয়
করিয়া ভোজন পান, যাপিত জীবন ।
কটু, তিক্ত, কষায় ভোজনে
নিরাশ্রয়ে র'বে সে কেমনে,
গহন কানন মাঝে, অনাথা এখন ?

১৫

দুগ্ধ ফেণ-নিভ চারু কোমল শয়নে,
না হ'ত সুষুপ্তি যার, হায়রে ! কেমনে তার,
নিদ্রার সঞ্চার হ'বে মৃত্তিকা-শয়নে ?

হায়রে ! সরসী-নিবাসিনী
মরুভূমে রোপিলে নলিনী,
জীবন বিহনে ধনী বাঁচিবে কেমনে ?

১৬

অয়ি বৎসে ! চারুশীলে ! মধুর ভাষিণি !
তব মুখ-সুধাকরে, না হেরিলে ক্ষণ তরে,
হৃদয় বিদরে, ঝরে নয়নে তটিনী।
না হেরিয়া সেই চন্দ্রাননে,
চির দিন রহিব কেমনে ?
কে আর মধুর রবে তুষিবে, নন্দিনি ?

১৭

এতেক কহিয়া তার জনক জননী,
জানিলা নিশ্চিত যবে, ভবনে সে নাহি র'বে,
অস্থির বিষম দুখে হইলা তখনি।
মূর্চ্ছিতা হইলা মাতা তার,
দুখিনী করিয়া হাহাকার,
চৌদিকে হেরিলা পিতা অমার রজনী।

১৮

হায়রে ! কদলী যথা লভে ভূশয়ন,
ফলের বিষম ভার, সহিতে না পারি আর,
তেমতি পড়িলা মাতা ভূতলে তখন।

জননীর হেরিয়া পতন
হতজ্ঞান রমণী রতন,
'মন্দাকিনী' বিধুমুখী জননী-জীবন।

১৯

হায়রে! অশনি-ভিন্ন মানব যেমন,
স্তব্ধ ভাবে স্থির রয়, অবশ ইন্দ্রিয়-চয়,
হতজ্ঞান 'নিশাপতি' হইলা তেমন।
দম্পতির দশায় হেরিয়া,
দাসীগণ আইল ধাইয়া,
অশেষ যতনে দোঁহে করিল চেতন।

২০

এ দিকে, সে বিনোদিনী পাইয়া চেতনা,
পিতা, মাতা দুই জনে, বলিলা সুস্থির মনে,
কি হেতু আকুল এত করিয়া কল্পনা?
শত শত নর নারী গণ
যে পথে চলিছে অনুক্ষণ,
সে পথে কেমনে হ'বে বিপদ ঘটনা?

২১

অথবা, না যায় যদি নর নারী গণ,
তথাপি বিপদ ভয়, সে পথে নাহিক রয়,
যে হেতু স্মরিব সদা জগতী-শরণ।

জগদীশ সহায় যাহার,
গহন কানন কিবা ছার,
সাগরে নগর সম ভ্রমে সেই জন।

২২

চিরদিন তরে আর নহে এ বিদায়,
বিধি হ'লে অনুকূল, যাইয়া মানস-কূল,
অচিরে অবাধে পুনঃ আসিব হেথায়।
হায়! কোন্ পাপিনী রমণী,
না হেরিয়া জনক জননী,
বিষম বিষাদ ভরে জীবন কাটায়?

২৩

জননি! বিহগ-শিশু মাতায় ছাড়িয়া,
কতক্ষণ রহে আর বহিয়া শোকের ভার?
দিনান্তে মাতার অঙ্কে আসে না ফিরিয়া?
পিতাগো! তটিনী-নিবাসিনী,
উঠি তীরে জল-বিহারিণী,
কত কাল রহে, বল, জীবন ত্যজিয়া?

২৪

অতএব পরিহরি শোকের দহন,
মানস গমন তরে, আদেশিয়া অকাতরে,
বিতর, করুণা কণা দাসীরে এখন।

হেনরূপ কহিয়া কাহিনী,
লভিলা আদেশ, বিনোদিনী,
সজল-নয়ন পিতা-মাতার তখন।

২৫

হায়রে! অতুল-রূপা যথা সৌদামিনী,
করিয়া প্রদেশ চয় ঘোরতম-তমোময়,
লুকায় মেঘের পাশে ঘন বিরহিণী।
জনকের, জননীর মন,
তথা দুখে করিয়া মগন
চলিলা, তাপসী-বেশে মানসে দুখিনী।

২৬

শুনি, এ বারতা ধায় তার সখী গণ,
কেহ পরিবারে ব্যস্ত, না পাইয়া অবকাশ,
ধরিয়া যুগল করে কটির বসন,
সজল বসন কেহ ধরি,
কেহ বা ভোজন পরিহরি;
ধাইল যে জন ছিল যে ভাবে তখন।

২৭

হায়রে! নন্দিনী উষা লইবার তরে,
যথা রবি শত কর প্রসারিয়া পর পর,
অনিমেষ আঁখি রাখে অবনী উপরে।

তেমতি সে শোভন ভবন,
নিতে যেন তনয়া-রতন,
প্রসারিলা বহুতর নারী রূপ করে।

২৮

হায়রে! জলদ কালে শোভন তরণি,
হরিলে ভীষণ ঘন, যথা কেঁদে ঘন ঘন
নয়ন আসারে নভঃ তিতায় ধরণী।
কিংবা, হায়! হরিলে যবন,
ভারতের স্বাধীনতা-ধন,
কাঁদিলা বিংশতি কোটি যথা নরমণি।

২৯

তেমতি এখন তার সহচরীগণ,
স্মরিয়া সরলা সতী, হইলা আকুলমতি,
গাহিয়া হৃদয়-ভেদী বিলাপ বচন।
ত্যজিয়া নয়ন জলধার
অনিবার করি হাহাকার,
উতরিলা, যথা সেই রমণী-রতন।

৩০

হেরিয়া তাপসী সম তখন তাহায়,
কেহ তার ধরি গলে, ফেলিয়া নয়ন জলে,
ভূমে লুঠাইয়া কেহ, কাঁদে উভরায়।

কেহ বা অঞ্চল ধরি তার
'কবে সখি ! আসিবে আবার ?'
বলিয়া রোদন করি চেতনা হারায় ।

৩১

চিবুক ধরিয়া তার কেহ নিজ করে,
বলিছে তখন তায়, কে আর তুষিবে হায় !
সোদরা সমান বোন্ ! হেরিবে কি পরে ?
কেহ নিজ দুখের বারতা,
জানাইতে না হ'ল শকতা;
'সখিরে' বলিতে শোক নিরোধিল স্বরে ।

৩২

কেহ বলে 'সই ! তোর কোমল অধরে,
হেরিলে মধুর হাসি, সুখের সাগরে ভাসি,
ভাসাও বারেক মোরে পুলক-সাগরে ।
থাকিয়া থাকিয়া উচ্ছ্বাসিয়া,
কেহ কাঁদে বিনিয়া বিনিয়া,
দুঃসহ বিরহ ভাবি, চিরকাল তরে ।

৩৩

কেহ বলে 'প্রাণ-সই ! বাসনা আমার,
এ পাপ জনম তরে, তোমায় হৃদয়ে ধ'রে,
আলিঙ্গন-পাশে সই ! বাঁধি একবার ;

জ্বলিছে বিষম শোকে হিয়া
ক্ষণকাল তায় জুড়াইয়া,
জীবন ত্যজিয়া ঋণ শোধিব তোমার ।

৩৪

হেন রূপে সখাগণ করি হাহাকার,
হইল আকুল সবে, কাঁদিয়া করুণ রবে,
চৌদিকে নয়ন নীর বহে অনিবার,
প্রবোধ দানিবে কেবা কায়,
সবে করে হায়, হায়, হায়,
ভীষণ রোদন রোল বদনে সবার ।

৩৫

প্রতিধ্বনি ছলে সেই বিপুল ভবন,
করিলে রোদন-রোল, হইল বিষম গোল,
বিলাপ বচন মালা আবরে গগন ।
শুনি সেই করুণ রোদন,
প্রতিবেশ-বাসী জন গণ,
অবিরল আঁখি-নীর ফেলিলা তখন ।

৩৬

এরূপ বিষম ঘোর ব্যাপার হেরিয়া,
সরলা বিমলা বালা, সহিতে না পারি জ্বালা,
সজল-নয়নে রহে ভূতল চাহিয়া ।

ক্ষণ পরে রমণী-রতন
আরম্ভিলা বলিতে বচন
সখীগণে সান্ত্বাইতে প্রবোধ দানিয়া।

৩৭

বলিলা, “শুনগো! এবে প্রিয় সখীগণ!
যেমতি বিরহে মম, শোক তাপ, অনুপম
সুকোমল তোমা সবে করিছে দাহন;
তোমাদের বিরহে তেমন
কঠিন পাষাণ মম মন
দহিছে, দহিবে সই! শোকের দহন।

৩৮

হায়রে! কাননে যবে দবাগ্নি জ্বলিয়া
নিকুঞ্জ মাঝারে আসি, লতিকা রতন নাশি
সুচারু নিকুঞ্জ শোভা লয় গো হরিয়া;
কোন্ লতা বলনা তখন
সহে না সে বিষম যাতন?
একাশ্রয়, এক প্রাণ, সবে এক হিয়া।

৩৯

কিন্তু, হায়! যার তরে না ডরি কখন,
অনলে, জলধি-জলে, কিংবা পাশ বাঁধি গলে,
অথবা, পিইয়ে বিষ, ত্যজিতে জীবন;

লভিবে জীবন সেই জন,
যে যাতনা সহিলে এখন,
তাহা কি, অসহ্য এবে প্রিয় সখীগণ ?

৪০

হায়রে ! বিমলা নদী পর্ব্বতে জন্মিয়া
ভ্রমি নানা জনপদ, গহন বিপদ-পদ,
ক্রমশঃ, মলিনা হয় পতি না পাইয়া ;
অবশেষে হৃদয় তাহার
দুখে হয় শতধা বিদার,
তথাপি খুঁজেনা কান্তে, অশান্ত হইয়া ?

৪১

অতএব সখীগণ ! রাখ এ মিনতি,
ভবনে গমন করি, শোক তাপ পরিহরি,
জনক জননী দোঁহে কর স্থির-মতি।
আকুল হেরিলে তোমা সবে,
ব্যাকুল তাঁদের হিয়া হ'বে,
সংক্রামক রোগ সম করে শোক গতি।

৪২

হেন রূপ নানা রূপ বলিয়া বচন,
'অচিরে এ পুরী মাঝে, সাধিয়া দৈবত কাযে
আসিব' বলিয়া ধনী করিলা গমন।

সখীগণ করি হাহাকার,
বহিয়া বিষম শোক ভার,
চলিলা ভবনে সবে, মলিন-বদন।

৪৩

হায়রে! তারকাচয় বিষাদিত হিয়া,
পূর্ণিমা-পূরব দিনে, যেন শশিকলা বিনে,
পশিলা অচিরে গেহে গগন ছাড়িয়া।
কিংবা, যেন ফণিনীর গণ,
নিজ বিলে করিলা গমন,
শিরের ভূষণ ধন মণি হারাইয়া।

৪৪

হেথা ধনী কিছু দূর করিলে গমন,
আসিয়া 'কেশব রায়' আচম্বিতে মমতায়
উতরিলা; মনোজবে তথায় তখন।
আহামরি! শোভার আধার,
পূর্ণাসনে যেন গুরু বার
মিলিয়া, জানা'ল, ভাবী কার্য্যের সাধন

৪৫

কিংবা, যেন সুবিমল জাহ্নবীর সনে,
নিরমল ব্রহ্ম-পুত আসিয়া হইল যুত,
একাকিনী যার শুনি পতি-অন্বেষণে।

কিন্তু, সে তটিনী ল’য়ে তায়
চিরদিন পতি পাশে যায়,
‘মন্দাকিনী’ একাকিনী যায় ঘোর বনে।

৪৬

ক্ষণেক নীরবে রহি, কেশব সুজন,
ফেলিয়া নয়ন জল, ভূমিতলে অবিরল,
বলিলা, বালার পানে চাহিয়া তখন।
শুনেছি, শুনেছি ‘মন্দাকিনি’!
পুরীমাঝে তোমার কাহিনী,
পতি তরে, সন্ন্যাসিনী চলেছ কানন।

৪৭

উপদেশ কিবা আর দিব গো তোমায়?
ঈশ্বর সহায় যার, কি অভাব আছে তার?
অচিরে সাধিবে কায, তাঁহার দয়ায়।
ধন্য, পতিরতা তুমি ধনী,
ধন্য, তব জনক জননী,
ধন্য; সে ভবন, তব জনম যথায়।

৪৮

আমরি! স্বভাব-মধু মধুর সময়,
আসিলে মলয় তায়, পিক কুল যবে গায়,
তখন মাধুরী তার কে করে নির্ণয়?

স্বভাব-ভূষণে ! গুণবতি !
আজ তুমি শোভিছ, তেমতি,
চলিয়া পতির তরে গহন-নিলয় ।

৪৯

শুনেছি, পূরবে কত শত সতীগণ,
কাননে পতির সনে, যাইয়া প্রসন্ন মনে,
রাখিলা যতনে, হৃদি হৃদয়-রতন ।
কিন্তু, আজ হেরিনু তোমায়,
সন্ন্যাসিনী, পতি প্রাণ দায়,
একাকিনী বন মাঝে করিতে গমন ।

৫০

হায়রে ! অসুখ, সুখ একদা আমার
হৃদয় মাঝারে পশি, এক পাশে ঢেলে মসি,
অন্য পাশ করে যেন সুধার আধার ।
হরি হর শরীর যেমন,
হিয়া মোর হয়েছে তেমন,
দেখিয়া, শুনিয়া আজ চরিত তোমার ।

৫১

হেন রূপ নানা বাণী বলি সে সুজন,
চাহিলা বিদায় যবে, হায়রে ! করুণ রবে,
নীরবে রহিলা ধনী ক্ষণেক তখন ।

শেষে তাঁয় করিয়া বিদায়
'মন্দাকিনী' করি হায় হায়,
চলিলা মানস তীরে রমণী-রতন।

৫২

কিছু দূর গিয়া ধনী দেখিলা তখন,
শোভন শকট রাজি, মনোহর ভাবে সাজি,
আয়স-অর্গলে বদ্ধ, আসে অগণন।
লৌহ-পথে হইয়া চালিত;
ছড়িয়ে দহন চারি ভিত,
উগারিয়া ধূম জাল আবরে গগন।

৫৩

দেখিতে দেখিতে যায় দেশ দেশান্তরে,
কি পাশে কি দূরে আর, কিছু নাহি রহে তার
ক্ষণেকের মাঝে যায় অতি দূরতরে।
মুহুর্মুহুঃ করি ঘোর নাদ,
তুরগের পুরাইয়া সাধ,
হোরায় যোজন-যুগ ধায় অকাতরে।

৫৪

ভাবে, 'এবে বুঝি নল হ'ল পরাজিত,
উল্কা, বাত, তীর, তারা, বুঝি হ'ল নাম সারা,
যবন কৌশল-বলে করিল বিস্মিত।

অহো ! হৃদি রাখিয়া আগুণ,
প্রকাশে কি অপরূপ গুণ ;
আগুণের এত গুণ কে ছিল বিদিত ?

৫৫

অথবা, যাহার রহে হৃদয়ে দহন,
হইয়া যাতনাময়, সে জন চপল হয়,
বিধাতার বিধি এই কে করে লঙ্ঘন ?
দুখ-ধূম তাই উগারিয়া,
গভীর নিনাদে বিলাপিয়া,
দ্রুবেগে চলিছে তাই শকট এখন।

৫৬

আহামরি ! কিবা শোভে শকট তখন,
আরোহী দম্পতি গণ, বাহিরিয়া নিজানন,
ঈষৎ মধুর হাসি প্রকাশে যখন।
যেন বিধু রোহিণীর সনে,
শত শত শরীর ধারণে
রয়েছে শকট পাশে হ'য়ে সুলগন।

৫৭

ভাবিতে ভাবিতে হেন তথায় তখন,
আসিয়া বাষ্পীয় রথ, পুরাইল মনোরথ,
আরোহী, আরোহ-কাম যেই নর গণ।

কেহ যানে, কেহ বা তখন,
শকটে করিল আরোহণ,
নীরব শকট পাশে রবে বহু জন।

৫৮

ভাবিলা তখন বালা, হেন মনে মনে,
যদি এ শকট'পরি এবে আরোহণ করি
অনা'সে সুদূর দেশে যেতে পারি ক্ষণে।
কিন্তু, আছি যেই ব্রতে রত,
তাহে নহে ইহা বিধি-মত,
এ হেতু যাইব তথা চরণ চালনে।

৫৯

হেন রূপ, মনে মনে ভাবি, বিনোদিনী,
বাষ্পযান্ পরিহরি, চরণ চালন করি,
চলিলা বিজন পথে তাপসী বেশিনী।
পথে হেরি পূরব-তোষণ,
তরু লতা ফুল অগণন,
বিলাপিলা নানা মতে দুখে একাকিনী।

ইতি মন্দাকিনী-বিলাপ কাব্যে বিদায় নামক
পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ ।

১

মানসের তীরে যেতে পথের মাঝারে,
পূর্ব্ব-প্রিয় বস্তু, জন, দেখে ধনী অগণন,
ফেলিলা নয়ন-নীর অনিবার ধারে।
করি সম দুখী তরুলতা সবে,
জানা'য়ে আপন ভীষণ জ্বালা,
হৃদি বিদারণ হাহাকার রবে
কাঁদিয়া আকুল হইলা বালা।
হায়রে! নলিনী হয় না দুখিনী
শীতল যামিনী আইলে লোকে,
ভানু-বিরহিণী সরসী-নন্দিনী
হইয়া মলিনী বিষম শোকে?
হায় রে! যখন রমণী-রতন
বিরহ-শায়ক ধরিছে বুকে,
প্রিয় দরশন—চাপল্য তখন
কেন না দানিবে, বিষম দুখে?
অধীর হইলা বালা মজি শোক-কূপে।

২

(প্রভাত কালে)

যাইতে যাইতে তার প্রভাত পবনে,
যবে শিরোবাস পড়ে, সরিয়া পিঠের'পরে,
বলিলা তখন বালা ব্যাকুলিত মনে।
'পবন! পড়ে কি মনে? যবে মোরা দুই জনে
গোপনে বসিনু গিয়া উদ্যান ভিতরে,
আসিয়া তখন তুমি, হায়রে! সে সুখ ভূমি,
মুখের বসন মোর ফেলাইলা দূরে।
ভাঙ্গিয়া মানিনী-মান, জুড়াইলে দুই প্রাণ,
কত যে উঠিল হাসি উভয় অধরে,
কত যে নয়ন হ'তে সুখ-অশ্রু ঝরে।

৩

আজি তার একে হেরি হেথায় পবন!
সেইরূপ ব্যবহার, করিতেছ বার বার,
কিন্তু, ইহা নহে আজ সুখের কারণ;
শুধু আজ দুখময়, পবমান! নিরদয়!
বুঝেও বুঝনা কেন চপল! এখন?
নিঠুর! বিমল নীর, শোভাময়ী সরসীর
চক্রবাকী-সুখ তরে হয় কি তখন,

কান্তের বিহনে তার দু নয়নে দুখধার,
বহে হায়! অনিবার, যখন যখন?
তথা মোর দুখময় এখন জীবন।'

৪

বলিয়া সমীরে হেন শুনিলা কূজন,
তখন বিহগ-গণে সম্বোধিয়া সযতনে,
প্রকাশিয়া দুখ, বালা বলিলা বচন।
'শুনহে বিহগ-চয়! একি আজ বিপর্য্যয়,
সুধাময় রবে কেন বিষের মিলন?
চির দিন শুনি যাহা, জুড়ায় হৃদয় আহা!
আজ কেন সেই রব হৃদি বিদারণ?
বুঝিনু বুঝিনু মন বিধির, বিহগ-গণ!
গরল সমান সুধা করেন কখন,
কভু বা করেন বিষে, পীযূষ যেমন।'

৫

বলিয়া বিহগে হেন কহিলা উষায়,
'উষে! সেই ফুলরাজি ধরিয়া এসেছ আজি,
পরিয়া সে বালারুণ-সিঁদূর ফোঁটায়,
শেফালিকা ফুল দলে, নিশার শিশির-জলে,
সেইত রয়েছে রত বিষ্ণুর পূজায়,

পাখীর কাকলীছলে, গাইতেছ প্রতিপলে,
সেইরূপ বিভুগুণ এখন হেথায়।
সেইত সৌরভময় শীতল পবন বয়,
বহিত পূরবে তাহা যেমন যথায়,
তবে কেন শোক-শেল বিদরে হিয়ায়?

৬

সে দিনের কথা ধনী! পড়ে কিগো মনে?
যে দিনে আসিয়া তুমি পিতার সে পুণ্যভূমি,
সবার পূরবে নাথে জাগা'লে যতনে,
গাইলেন কান্ত মোর, প্রেমেতে হইয়া ভোর,
সে সঙ্গীত, হায়! তাহা স্মরিব কেমনে?
হৃদয় কাঁদিয়া মোর করিল রজনী ভোর,
দেখা দিয়া জুড়াবে না তাপিত এ জনে?
শুনিয়া গীত ভাগ—মুর্ত্তিমান অনুরাগ,
দ্বিগুণ আকুল হায়! হ'য়ে সেই ক্ষণে,
না দানিয়া শিরে বাস যাইনু নাথের পাশ,
হেরিনু সজল-আঁখি পরাণ-রতনে,
বাঁধিনু অমনি তাঁয় বাহুর বন্ধনে।

৭

তখন দানিয়া নাথ! প্রণতি আলিঙ্গন,
দাসীরে হৃদয়'পরে ধরিয়া যুগল করে
রাখিলা যতনে, সেই যতনের ধন।
হায়রে! সে সব সুখ, স্মরিতে বিদরে বুক,
বলিতে বলিতে ভূমে পড়িয়া তখন,
ক্ষণেক চেতনা-হীনা যথা তনু প্রাণ বিনা,
নিস্পন্দ রহিলা তথা রমণী-রতন।
কিছু কাল হেন রূপে যাপিয়া মোহের কূপে,
উঠিয়া বিলাপি বালা, বলিলা বচন,
'আবার সে দিন, ধনী! আসিবে কখন?'

৮

(বকুল দর্শনে)

সুরভি বকুল! আজ কিসের কারণ,
একটী একটী ক'রে, ফেলিছ অবনী'পরে
সুষমা-পূরিত এই কুসুম রতন?
বিতরি সৌরভ কেন আজ,
পূরিছ চৌদিক, ফুল-রাজ!
কি হেতু, অধরে হাসি ধরেছ এখন?

৯

ওহে তরু ! যিনি তব জনম-দায়িনী,
যাঁহার করুণা রসে লভিয়া রয়েছ বশে,
ধরেন সকল ভূতে যিনি একাকিনী,
মণ্ডিতে রজতফুল-দলে
তাঁহার চরণ-শতদলে,
কুসুমে ভূষিত আজ করিছ মেদিনী ?

১০

তা নয়, তা নয় তরু ! বুঝেছি এখন,
বিষম বিরহে আজ, খুলিয়া কুসুম সাজ,
ফেলিছ, করিছ আর অশ্রু বরিষণ।
হায় ! যথা বঙ্গ নারী গণ,
খসাইয়া ফেলায় ভূষণ,
কালের কবলে পতি করিলে গমন।

১১

ফুল-কুল শিরোমণি ! শুনহে বকুল !
ঘুচিবে তোমার দুখ, অচিরে লভিবে সুখ,
শীতল হইবেপুনঃ, পরাণ আকুল।
কিন্তু, মোর দুখ-বারি নিধি,
বিরচিলা দয়াময় বিধি,
কুরিয়া ভীষণ—যার নাহি হেরি কূল।

১২

ওহে তরু ! একদিন আনন্দিত মনে,
যাইয়া তোমার তলে, সঁপিতে নাথের গলে,
গাঁথিতে ফুলের মালা বসিলে যতনে,
প্রেম-ধন পরাণ-রতন,
তথা গিয়া দিলা দরশন,
দুখিনীরে সুখী করি প্রফুল্ল বদনে।

১৩

গাঁথিয়া তখন মালা দিলে তাঁর গলে,
হাসিয়া পরাণ মোর, প্রেম-রসে হ'য়ে ভোর,
দাসীর এ ছার মুখ দেখিবার ছলে,
মালার অপর ভাগ ধরি,
অভেদ উভয় হিয়া স্মরি,
দোঁহার অভেদ মালা করিলা কৌশলে।

১৪

স্মরিতে না পারি আর, ওহে তরুবর !
সে সব স্মরিতে গিয়া শতধা বিদরে হিয়া,
কেমনে হইবে স্থির মানস কাতর ?
—বলিতে বলিতে বিনোদিনী
স্মরিয়া সে পুরব কাহিনী ;
সুদুঃসহ শোকবিষে হইলা জর্জর।

১৫

(কতিপয় পুষ্পদর্শনে)

মল্লিকে ! চম্পক ! যূথি ! জাতি ! নিরমল
নাথ সনে ছিনু যবে, তখন সুষমা সবে
ধরিয়া, সুখদ ছিলা দিয়া পরিমল।
তোমাদের এবে দরশন,
কেন করে হৃদি বিদারণ ?
করিলা এখন কেন, স্বরূপ স-মল ?

১৬

না, না, ভ্রম এবে হায়, হয়েছে আমার,
তোমাদের সেইরূপ, সেই গুণ, সেইরূপ
রয়েছে, পূরবে ছিল যেমন যাহার।
বিষম বিরহানলে হিয়া,
কিন্তু, দহে জ্বলিয়া জ্বলিয়া,
হয়েছে পূরব-সুখ তেঁই দুখ-সার।

১৭

হায়রে ! শীতল যেই মলয় পবন,
জগত শীতল করে, বহিয়া মহীর'পরে,
হয়না কখনো তাহা দুখের কারণ ?

হায় ! যবে জ্বলিয়া অনল,
দহে দেশ, হইয়া প্রবল,
দ্বিগুণ করে না তায়, মলয় তখন ?
তথা মোর দুখ হেতু হয়েছে এখন।

১৮

কতদিন নাথ মোর—দেখ মনে করি,
তোমাদের ফুলচয়, বিপুল সৌরভময়,
লইয়া উদ্যান মাঝে এক ঠাঁই করি,
দাসীরে সে কুসুম-ভূষণে
সাজাইলা কত যে যতনে,
'বন-দেবী' বলি নাথ ডাকি মন হরি।

১৯

কবরী-উপরি-পাশ, শ্রুতি, গলদেশ,
হৃদয়, যুগল কর, বাহুদেশ প্রাণেশ্বর,
সাজা'য়ে দানিলা তায় সুষমার শেষ।
অয়ি ! এবে সে সব স্মরিয়া,
রহে যেই পরাণ বাঁধিয়া,
তাহার হৃদয় নহে, পাষাণ বিশেষ ?

২০

—হেনরূপ নানাবাণী বলিতে বলিতে,
রোধিল বচন তার বিষম শোকের ভার,
জ্বলিল বিরহানল পুনরায় চিতে।
'কোথা নাথ! হের হে' বলিয়া
সে বিধু-বদনা বিলাপিয়া,
ক্ষণকাল অচেতনে রহিলা ভূমিতে।
উঠিয়া হইলা রত পুনঃ বিলাপিতে।

২১

(সহকারাশ্রিতা মাধবী দর্শনে)

ক্ষণ পরে বিনোদিনী হেরে সহকার,
সরল, সুগোল কায়া, প্রসারি দীঘল ছায়া,
রয়েছে আশ্রয় হ'য়ে মাধবী লতার।
তখন বলিলা ধনী, "মাধবি! লতিকা-মণি!
তোমার সমান সুখী কে আছে ভুবনে?
বিষম বিরহানলে কভু না হৃদয় জ্বলে,
কভু না ভাসিছ ধনী শোকের জীবনে।
আহা মরি! কিবা সুখ, কান্ত মুখে দিয়া মুখ,
বেঁধেছ নাথেরে ধনী চির আলিঙ্গনে,
সুদৃঢ় প্রেমের গুণে বেঁধেছ যতনে।

২২

রাখুন্ কুশলে বিভু, সতত তোমায়,
নাথের অশিব হ'লে তোমার হৃদয় গলে,
নাথের মরণে, পাও মরণ দশায়।
কিন্তু, ধনী, এদুখিনী প্রাণকান্ত বিরহিণী,
জীবন এখন দুখে করিছে যাপন,
একদিন তব সম, প্রেমানন্দ অনুপম
লভিয়া, যাপিছি মোরা সুখেতে জীবন।
মোদের উভয় হিয়া গলিয়া মিলিয়া গিয়া,
সম দুখ-সুখী মোরা হইনু তখন।
অভেদ করিল দোঁহে পারিতি রতন।

২৩

এবে তার শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধ কঙ্কাল শমন,
অকালে কবলে করি, নিদয় লয়েছে হরি,
অধম ভাগেরে কভু করে না হরণ।
যেমতি তস্কর জন পশি ধনি-নিকেতন,
ফেলিয়া পিতল শুধু হরয়ে রতন,
কিংবা, ত্যজি তারাগণ, যথা রাহু, শশিধন
গরাসে, হরষে আসি বিকট-বদন।

হা ধনী ! নিঠুর যম, শান্তির সলিল মম
শুষেছে, জ্বালিয়া ঘোর বিরহ- দহন ;
করোটী-বিহীন তনু সমান এখন,
এবে ছার দেহ ভূমে করিছে লুণ্ঠন ।

২৪

মাধবি ! মধুর কাল আগত যখন,
পরিশ্রমে স্বেদময় হ'লে অবয়বচয়,
সহকার মূলে গিয়া বসিতা সে জন,
যাইয়া তখন তথা প্রেমময় কত কথা,
শুনিনু, বলিনু ধনী, পড়ে কিলো মনে ?
দাসীরে মাধবী বলি ডাকিলে সে কুতূহলী,
সহকার বলি নাহি ডাকিনু সে জনে,
বলিনু 'বসন্ত' মোর, হৃদয়ের কান্ত চোর,
অন্য নাম মুখে, হৃদি ধরিব কেমনে ?
হায়রে, 'বসন্ত' বিনা জানিনা জীবনে ।

২৫

আরো কেন প্রাণ-নাথ ! কারণ ইহার,
[illegible] নিখিল জনে সুখ দেয় এ ভুবনে,
মাধবীর সুখ শুধু দেয় সহকার ।

শুন ওহে গুণধন! শুনি তব সুবচন,
হেরিয়া তোমার প্রাণ! কোমল বয়ান,
নিখিল ভুবন সুখী, কারে নাহি হেরি দুখী ;
কেমনে 'বসন্ত' বিনা বলি নাম আন?
শুনিয়া হাসিলা প্রভু—হায়রে, সে দিন কভু,
ফিরিয়া আসিবে আর জুড়া'তে পরাণ?
এ ঘোর দুখের দিন করিবে পয়ান?

২৬

মাধবি! মধুর সহ যথা কিছুকাল
লভিয়া মিলন-সুখে, ঘুচাও মনের দুখে,
বিষম বিরহ পুনঃ, ঘটায় জঞ্জাল।
তেমতি নাথের সনে কিছু দিন সুমিলনে
রহিয়া, বিষম দুখ সহিব আবার ;
তাই কি তখন সই! সে জনে বসন্ত বই
না ডাকিনু একবার বলি সহকার?
কিন্তু, ধনী আসি পুনঃ, বসন্ত হৃদয়াগুণ
নিবাইয়ে, শান্তি দেয় মানসে তোমার,
ঘুচা'বে মনের দুখ 'বসন্ত' আমার?

২৭

('হেমন্ত' দর্শনে)

বলিতে বলিতে ধনী হেরিলা তখন,
'বসন্তের' সহোদর 'হেমন্ত' যুবকবর,
শোক-বিষে জরজর, ভ্রমিছে কানন।
প্রণষ্টের অন্বেষণে রত যেন সযতনে,
নিমেষ-বিহীন তার নয়ন নিরাশ ;
বিরাজে যুগল ভুজে, স্বদ্ধা অনামিকা মাঝে
বাহু বাম লম্বমান ধরি বাম পাশ ;
রেখেছে অপর করে, বিশাল হৃদয়'পরে,
বিদীর্ণ হৃদয় যেন রেখেছে ধরিয়া,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে রহিয়া রহিয়া।

২৮

সুরলোক হ'তে যেন আসিয়া অমর,
তাপসের বেশ ধরি, চৌদিক উজল করি
বিলাস-কলুষময় ত্যজিয়া নগর,
ভ্রমিছে বিজন বনে, লভিতে অমিয় ধনে,
ভীষণ দিতিজ-দাপে হইয়া কাতর,
অথবা, রোহিণী-পতি চলিয়া ত্বরিত গতি
পড়েছে ভূতলে; যেন হইয়া কাঁকর;

কিংবা, যেন শিব-শরে জর্জ্জর, জীবন তরে
লুকায়েছে বনে কাম, ছাড়ি গিরিবর,
কাঁপিছে সঘনে হিয়া করি থর থর।

২৯

বলিলা তখন বালা সম্বোধিয়া তায়,
"কেন হে 'হেমন্ত' তুমি ছাড়িয়া জনম ভূমি,
এসেছ তাপস হেথা? খুঁজিছ কাহায়?
কেন আজ আঁখি জল ঝরিতেছে অবিরল
কেন হে বিষাদ-মসী ধরেছ বদনে?
হয়েছ কি অশরণ, তাই তব দুনয়ন
সহায়তা মাঝে মাঝে চাহিছে গগনে?
অথবা, কি তমোময় হেরি আজ সমুদয়
অন্তর, বাহির; চাহ গগনের পানে?—
বিমল জ্যোতির ধাম স্বরগ সোপানে?

৩০

সুশীল। ছিঁড়েছে কি হে, প্রণয়ের তার
তাই তব মুখে আর নাহি বাণী সুধা-সার
তার-হীনা বীণা সম বহ দুখ ভার?
ত্যজি কি নগর সুখ, তাই ভজ বন দুখ?
বিমুখ সে বিধুমুখ কিন্তু হে তোমার।

হায়রে! মোদের হিয়া ঘোর দুখে বিদরিয়া
যেরূপ হয়েছে, তাহা বুঝায় কে তায়?
এস হে মিশাও তব করুণ বিলাপ রব
দুখিনীর দুখময় বিলাপের সনে,
তবে যদি সেই জন, শুনি ঘোর সে রোদন
মোদের দুখের কথা করে কভু মনে।”
বলিয়া ভীষণ রবে কাঁদিলা সঘনে।

৩১

নিন্দিয়া নিন্দিয়া নিজ চরিত তখন,
বিলাপ-বচন মালা দুখভরে গায় বালা
'বসন্তের' গুণগ্রাম করিয়া স্মরণ।
“কোথা নাথ! প্রাণ-ধন! জুড়াও জীবন মন,
বারেক ও প্রেম-মুখ দেখাও ধরায়।
তোমা বিনা এ ভুবন, তমোময় আবরণ
ধরিয়া, কাঁদিছে হের যথায় তথায়।
ধিক্ মম এ জীবনে, ধিক্ ধিক্ পাপ মনে,
ধিক্ রে নয়নে, আর শ্রুতি, রসনায়।
তোমা বিনা এইসবে এখনো রয়েছে ভবে,
ধিক্ ধিক্ পাপদেহে, ধিক্ রে আমায়।”

হেন রূপ বিলাপিয়া,　　শোকানল-দগ্ধ-হিয়া
স্থলোচনা, অচেতনা পড়িলা ধরায়,
হায়রে! শোকের দিন হেন রূপে যায়।

৩২

অচেতনে বহুক্ষণ হইলে বিগত,
চেতনা পাইয়া ধনী,　　না হেরি সে নরমণি,
বিস্মিত হইলা বালা, ভাবি নানামত।
জানিলা তখন ভীরু,　　কাহার কোমল উরু
আপন শিরের নীচে রয়েছে পাতিত,
উঠিলা তখনি বালা,　　ভুলিয়া নিজের জ্বালা,
বিস্ময়-বিতত আঁখি ফেলি চারি ভিত।
দেখি এক প্রবীণারে,　　চিনিতে নারিয়া তারে,
'হেমন্তের' বিবরণ পুছিলা তাহায়,
তখন প্রাচীনা তায় বলে সমুদায়।

৩৩

বলিল "শুনগো, বাছা! কি বলিব আর,
শিবানী ত্যজিলা যবে,　　ভীষণ করুণ রবে
পূরিল সে দিন হতে সে ছার আগার।
তখন ভাবিনু মনে,　　হায়! এবে এ ভবনে
মন্দাকিনী বিনা আর রহিব কেমনে?

আ-শৈশব মা, মা, বলে, ডাকিয়া, স্নেহের জলে
এ হৃদয় সরোবর পূরিল যে জনে,
হায়রে ! জননী বিনে, না ডাকিল কোনদিনে,
পিতার দাসীরে বলি অপর বচন,
কেন না, তাহার তরে জ্বলিবে জীবন ?

৩৪

হেন রূপে একাকিনী চিন্তিয়া অন্তরে,
বাহিরিনু গৃহ হ'তে, দুখিনী মানস-পথে,
দেখিনু আসিয়া হেথা তুমি ভূমি'পরে,
'হেমন্ত' তোমার পাশে দাঁড়িয়া, গেরুয়া বাসে
ঢাকিয়া বদন, বাছা, কাঁদে তোমাতরে,
গলে না পাষাণ হিয়া দহিলে অনল দিয়া,
কেমনে কোমল হিয়া স্থিরতায় ধরে ?
সান্ত্বাইয়া পরে তায়, জিজ্ঞাসিনু বারতায়,
তখন বলিয়া সব, 'হেমন্ত' সুজন,
তোমার চেতনা তরে, আমায় নিয়োগ ক'রে
'ত্বরায় চেতনা পাবে রমণী-রতন,'
বলিয়া এস্থান হ'তে করিল গমন।"
শুনি সব বিবরণ 'মন্দাকিনী' ধনী,
না বলি বচন তায়, ফেলিয়া নিশ্বাস বায়,
বিষাদ-সাগরে পুনঃ মজিলা রমণী।

স্মরিয়া পূরব-কথা, প্রকাশি মনের ব্যথা,
পালিকার মুখ পানে চাহিয়া তখন,
বিদীর্ণ হৃদয় জ্বালা, সহিতে না পারি বালা,
পুনরায় বিলাপিয়া রমণী-রতন,
বলিলা "জননী-সমা, তুমি মা গো, নিরুপমা.
কেন আর দুখ পাও দুখিনীর তরে ?
সুতার বচন ধর, ভবনে গমন কর,
বনবাসে সঙ্গী জন সিদ্ধি নাশ করে।
'হেমন্ত' সুজন তাই, এবে মোর সঙ্গে নাই,
তুমিও ত্বরায় যাও, আপন ভবন,
পতি-ধন ভিখারিণী এ দুখিনী একাকিনী
মানসের তীরে মা গো করিল গমন।"
বলিয়া বিদায় তায় করি বিনোদিনী,
জগদীশে ভর করি, অস্থিসার দেহ ধরি,
উত্তরিলা মনোজবে তিব্বতে দুখিনী।
ব্রহ্মপুত্র নদ-বরে, হিমালয় মহীধরে,
হেরিয়া তথায় বালা বলিলা বচন;
জ্ঞানের শকতি, শোকে থাকে কি কখন ?

৩৬

(ব্রহ্মপুত্র নদের প্রতি)

হে নদ ! জনম তব মানস-উদরে,
মানস-সরসীজল, বহিতেছ অবিরল,
হিমালয় গিরি হ'তে বঙ্গের সাগরে।
কত শত পিপাসিত জনে
অনুদিন, তুষিছ জীবনে,
উর্ব্বরা করিছ ভূমি মানবের তরে।

৩৭

জন-পূর্ণ কত পোত হৃদয়ে ধরিয়া,
কতদেশ দেশান্তরে, নিয়ে যাও অকাতরে,
বাণিজ্য-সাধন পণ্য যায় তোমা দিয়া।
কর, কত শত উপকার,
তুমি নদ ! মানব সবার,
কেমনে করিব শেষ বচনে বলিয়া ?

৩৮

কর নদ ! দুখিনীর এই উপকার,
নাথ মোর সেই সরে, আছেন সমাধি ধরে,
তাঁহার বারতা মোরে বল একবার।

যেতে যদি প্রতিকূলে আর,
থাকে, নদ! শকতি তোমার,
নাথেরে জানাও, তবে মম দুখ ভার।

৩৯

নদের উত্তর ধনী না পেয়ে তখন,
বলিলা বিরাগ ভরে তাহারে বচন।
"ওরে রে, চপল! কেন চলেছ গরবে হেন,
জাননা অকূল-জলে হইবে মগন?
কে না তোর জানে বিবরণ,
কলুষিত-সলিল-বাহন!
উচ্চকুলে রে অধম! হেন নীচ মন?

৪০

(হিমালয়ের প্রতি)

গিরি-রাজ! আজ তব নিলেম শরণ,
ধরিছ ধরণী-ধাম, লভি গিরিরাজ নাম,
গভীর গুহায় তব, রহে যোগিগণ।
তব সুতা তটিনী-নিচয়
করিছে ভারতে শোভাময়,
পঞ্জাব, কোশল, বঙ্গে করিয়া গমন।

৪১

আহামরি ! তব নাম করিলে স্মরণ,
মহাদেবী ভগবতী, জননী পরমা সতী,
শঙ্কর পরম যোগী, দেব ষড়ানন,
ইহাঁদের বিষয় নিচয়
একে বারে হইয়া উদয়
মানসে, বিপুল সুখে করয়ে মগন।

৪২

গিরিবর ! দয়া করি, আজ দুখিনীরে,
বিশাল হৃদয়'পরে, বিমল মানস-সরে,
যথায় রেখেছ গিরি ! মজি সুখ-নীরে ;
দেখাও সে মনোহর ঠাঁই,
যথা গেলে নাথে মোর পাই,
দেখাও করুণা করি সেই সরসীরে।

৪৩

হেন রূপ হিমালয়ে বলিয়া বচন,
যবে প্রতিবাণী তার, না পাইলা ধনী আর,
তখন করুণ-রবে করিয়া রোদন,

ডাকি মনে জগতের পতি,
কিছু দিন চলি স্থির-মতি,
লভিলা মানস-সরঃ, রমণী-রতন।

ইতি মন্দাকিনী বিলাপকাব্যে প্রস্থান নামক ষষ্ঠ সর্গ।—

৭ম সর্গ।

১

সরস মানস সরোবরে
যবে গেলা আকুল অন্তরে,
না হেরি হৃদয় চাঁদে, বিনিয়া বিনিয়া কাঁদে
মজি ঘোর দুখের সাগরে।
বলিছে, "হে নাথ! বন-নিবাসিনী
এসেছে চরণ দেখিতে তব,
কেমনে ভুলিবে, এই অভাগিনী,
ভুলিয়া যদিও ত্যজিলা ভব?

২

দেখ নাথ! আসি একবার,
যে রূপ বহিছি দুখ ভার,
মম মুখ-কুমুদিনী হইয়াছে সুমলিনী,
নাহি হেরে তোমা, সুধাধার!
নলিনী বলিয়া যাতে মধুলোভী অলি,
গুঞ্জরি খাইত মধু হ'য়ে কুতূহলী,
কি লোভে ধাইবে, ভেবে ফুরাইছে সুধা,
রসহীন কুসুমের জীব নহে মুধা?

৩

যবে প্রিয়! পিক-কুলপতি,
বরিষে সুস্বর, হে সুমতি!
মানিয়া তোমার স্বর, উথলে সুখ-সাগর,
পুলকে-পূরিত হিমমতি।
যেমন ধাইয়া যাই হেরিতে তোমারে,
কালরূপী পরভৃত ছলিছে আমারে,
অমনি চমকি উঠি পড়ি ধরাতলে,
ধরা তিতে যায় নাথ! নয়নের জলে।

৪

কাঁদিয়া পশিনু নাথ। সে মম প্রাসাদে,
যথায়, ভাবিয়া দেখ, মনের বিষাদে,
লিখিল এ অভাগিনী. প্রেম কুতূহলে
মধুর সঙ্গীত এক কমলের দলে।
কত সুমধুর বোলে হাসিয়া হাসিয়া,
সান্ত্বাইলা মোর দুখ-তম বিনাশিয়া,
অকারণে কেন তবে ত্যজিয়া আমায়,
কোথা কারে চলি গেলা প্রাণ রাখা দায়
অভাগা জানিলে পর, আগে হ'ত মৃত্যুপর,
ভোগাইত এ বিরহ জ্বালা ;
জানে যদি কমলিনী হ'বে রবি-বিরহিণী
মরে না কি আগে সেই বালা?

৫

দিয়া জলাঞ্জলি কুল মানে,
বৃথা লজ্জা ভয় অভিমানে;
প্রাণ-সখে! তব তরে, পশি কানন ভিতরে,
এস এস, হের এ বয়ানে।
লজ্জার পিঞ্জর ভাঙ্গি মম মন-পাখী
আসিল, পবন পথে মুদিয়া এ আঁখি,

ধর আসি তারে নাথ! রাখ হিয়া মাঝে,
তা হ'লে তোমার নাম দয়াময় সাজে।

৬

যথা নিশাকালে গুপ্তভাবে
সুসৌরভ থাকে নিজ ভাবে,
মুদিত কমলদলে, বিদূরিয়া ভৃঙ্গে ছলে,
তথা হৃদি রাখি প্রেমভাবে,
ছলিয়াছি তোমা; তেঁই ত্যজি রাজ্যভার,
বিদেশে ভ্রমণ কি হে উচিত রাজার?
এস নাথ! হৃদাসন রেখেছি পাতিয়া,
রাজা হ'য়ে জুড়া'বে না এই পোড়া হিয়া?

৭

যেদিন হেরিল আঁখি মম,
তব মুখ সুধাকর-সম,
যে দিন প্রথম তুমি, পশিলা পিতার ভূমি,
গুণমণি, রূপে অনুপম।
সহসা উল্লাসে ফুটে কুমুদিনী প্রাণ,
ঈষৎ হাসিল তব নিরখি বয়ান,
আনন্দ সলিলে ভাসিল যেন,
অপরূপ কেহ দেখিছে হেন?

৮

বিদ্যালাভ হেতু, হে সুমতি !
পিতৃগৃহে করিতে বসতি,
প্রশংসা ভাজন হ'য়ে থাকিতে বাণীরে ল'য়ে
সতত হইয়া এক-মতি।
কন্দুক লীলায় ত্যজি পাপায়সী দাসী,
অন্তরালে দাঁড়াইত মন সুখে আসি,
শুনিতে তোমার স্বর চির-মধুময় ;
নাচে না কি মেঘনাদে ময়ুরী নিচয় ?

৯

রামায়ণে নাথ ! পড়িতে যখন
সীতাদেবী সনে রামের মিলন,
আনন্দ সলিল বরষি নয়ন,
হেরিত তোমায়, পুলক ভরে।
হেরিত পুলক সাগরে মজিয়া,
স্বভাব-চপল অচল হইয়া,
অনিমেষ ভাবে সতত থাকিয়া
তোমার মোহন বয়ান'পরে।

১০

সীতার বিরহ পড়িয়া যখন,
রঘুমণি সনে কাঁদিতে, তখন

দুখের সাগরে হইয়া মগন,
কাঁদিত দুখিনী তোমার সনে।
কাঁদিত নীরবে তোমার সমান,
তত কাল দুখে ভাসিত পরাণ,
যত কালে নাথ! তোমার বয়ান,
সীতার বিরহ দুখ-অবসান
পড়িয়া, না পেত প্রসাদ-ধনে।

১১

পড়িতে সীতার যবে বনবাস,
হইত মলিন হৃদয়-আকাশ,
পাছে তুমি নাথ! কর বা নিরাশ,
শুনিয়া তেমন অলীকবাণী।
হায়! নাথ! এবে ঘটিল তেমন,
অভাগী পূরবে ভাবিল যেমন,
কি দোষ তোমার, হৃদয়-রতন?
কপালে এখন প্রবল মানি।

১২

যবে নাথ! পড়িলা ভারতে,
"ল'য়ে নিজ তনয় ভরতে,

কণ্বের দুহিতা সতী, হেরিতে স্বমতি পতি,
আইলা সে রাজধানী যবে বিধিমতে,
পতি তার করিয়া ছলনা,
ত্যজিতে সে ললিত ললনা,
চাহিলা, কঠোর বাণী বলি নানা মতে।

১৩

খন, সে বিমলা রমণী
গরজিলা জিনিয়া অশনি,
বলিয়া কুবাণী শত নিন্দিলা পতিরে কত,
সে রাজ-সভার মাঝে গরবে তখনি।"
শুনিয়া পতির নিন্দা সতীর বদনে,
রোধিনু তখনি নাথ। উভয় শ্রবণে,
কারণ-বিশেষে তুমি বাহিরে আসিয়া,
দেখিলা তখন, দাসী রয়েছে বসিয়া,
যুগল শ্রবণ'পরে রেখেছে যুগল করে,
মলিন বদনে দীনা, বসেছে ভূতলে।
(হায় রে! প্রেমের ভার, লভিতে বাসনা যার
সাধারণ সুখ দুখ হিয়া তার দলে?*
নিদাঘে রবির কর, হুতাশন সম খর,
সহে না কি সুকোমল কমলের দলে?)

বলিলা তখন কত প্রেম-কুতূহলে,
দুখনাশ দুখিনীর করিবার ছলে।

১৪

হায়রে ! সে দিন আসিবে কখন ?
হেরিবে, কাতর সজল-নয়ন,
বিরহে তোমার, মলিন-বদন
যবে নাথ ! এই দুখিত জনে ?
হায় ! নাথ ! মম তাপিত পরাণ,
(বিরহ তোমার, অনল সমান
দহিছে, দহন দহে না পাষাণ ?)
করিবে শীতল করুণ মনে ?

১৫

যবে নাথ ! সুললিত তানে,
গাইলা এ মনোহর গানে,
প্রাসাদ-উপরে বসি, উদিলে গগনে শশী,
একমনে চাহি প্রাণ ! আকাশের পানে।
"ভাল বাসি বলে, ভাল বাসনা আমায়,
পেতেছি আপন দোষে ঘোর যাতনায়,
হেরিলে ও মুখ শশী আনন্দ-সলিলে ভাসি,
তাই কি বারেক তরে পাই না তোমায় ?

হায়! মন যারে চায়, সে ত ফিরে নাহি চায়,
হেন দায় নাহি হেরি খুঁজিয়া ধরায়।"

১৬

শুনিয়া এ মধুময় সুললিত গান,
হইল হৃদয়, সুধা-রসময়,
পুলক-সাগরে ডুবিল পরাণ।
অমনি ধাইয়া গিয়া নিকটে তোমার
বসিনু, জড়া'তে নাথ! হৃদয় আমার।
হায়রে! ফণিনী গণ যবে,
শুনে সুমধুর বংশি-রবে,
পরাণের ভয় তখন ছাড়িয়া,
আনন্দে পুলক সাগরে মজিয়া,
উপকার, হানি উভয় ভুলিয়া,
আকুল পরাণে ধায় না তবে?
হায়রে! পরাণ পতঙ্গ যখন,
হেরে নাথ! প্রেম স্বরূপ দহন,
না ভাবি ভাবীর বিষম দাহন,
ধায় না তখন বিষম জবে?
কত যে দানিলা আশা দাসীরে তখন,
হে নাথ! স্মরিতে আর না পারি এখন।

১৭

যবে নাথ ! চটক যুগলে,
হেরিয়া পুছিলে কুতূহলে,
"এদের পুরুষ কে বা, কেই বা রমণী,
বল না বিশেষ করি, হৃদয়ের মণি !"
তখন ঈষৎ হাসি, বলিল তোমায় দাসী,
"সকল বিদ্যার কূল পেয়েছ পরাণ !
জান না এহেন ছার বিষয় সন্ধান ?"

১৮

"অই যে হেরিছ ভূমি' পরে,
নাচিয়া নাচিয়া, আহার লইয়া,
চাহিছে ফিরিয়া অপর তরে।
রমণী বলিয়া নাথ ! জানিবে উহায়,
বিরহের ভয় হেন, হৃদয়-রতন ! জেন,
পুরুষ রতনে কভু দেখা নাহি যায়।
অপরে পুরুষ বলি, জানিবে হে কুতূহলী,
যার কণ্ঠ কৃষ্ণ বর্ণ পাইছ দেখিতে,
বোধ হয় দয়াময়, রচিলা পুরুষ-চয়,
কণ্ঠের সমান গুণ দিয়া তার চিতে।"

১৯

বলিতে বলিতে নাথ! হাসিলা তখন,
হাসিল তখনি দাসী, উভয় অধরে হাসি,
উঠিয়া, পূরিল সেই বিপুল ভবন।
আনন্দ সাগরে নাথ! উভয় হৃদয়,
মগন হইয়া হ'ল প্রেম-সুধাময়।
হায়! নাথ! মিলন সময়,
সমুদায় ছিল সুখময়,
এখন বিদরে হিয়া, হ'য়ে দুখময়।

২০

ধরিতে যখন নাথ! গলে,
গাঁথিয়া মালিকা ফুলদলে,
তখন কল্পনা সনে, ভাবিলাম মনে মনে,
কুসুম হইয়া পুনঃ, আসিব ভূতলে।
রহিলে কোমল গলে তোমার সতত,
বিষম বিরহ ভয় হইবে বিগত।
আবার ভাবিনু মনে, তা হ'লে তোমার সনে
দিনেক রহিয়া, পুনঃ হইব পতিত।
এ হেতু কুসুম-জন্ম নহে ত উচিত।

২১

তখন ভাবিনু নাথ! মনে,
অগ্রে তব হইব মরণে,
গলিয়া পাঁয়িয়া সদা, লভিব অধর সুধা,
বিরহের ভয় নাহি রহিবে জীবনে।
কিন্তু, নাথ! দুখিনীর, ফেলায়ে নয়ন-নীর,
বঞ্চিত করিয়া কোথা করিলে গমন?
উহুঃ, উঃ দহিছে হিয়া বিষম দহন,
দুর্ব্বহ শরীর ভার জ্বলিছে জীবন!

২২

কোথা নাথ! হৃদয়-রতন!
দুখিনীর যতনের ধন!
প্রাণ-সখা হ'য়ে প্রাণ! কোথা করিলে পয়ান?
এস নাথ! হিয়া মাঝে, জুড়াই জীবন।
যে দিন হইতে তুমি, ছেড়েছ এ পাপ ভূমি,
সে দিন হইতে আছি আকুল হিয়ায়;
এস যতনের ধন, না করিব অযতন,
প্রাণের ভিতরে পূরি রাখিব তোমায়।

২৩

ত্যজিয়া মমতা সরসীর,
দাসীর ঘুচাও আঁখি নীর,

এস হে নয়ন-নীরে, জিনিয়া এ সরসীরে,
তিতা'ব তোমায়, নাথ ! এস হে, সুধীর !
দেখ হে, চাহিয়া নাথ ! তোমার বিহনে,
কি দশা হ'য়েছে এই নিখিল ভুবনে।

২৪

কুমারী-অবধি কৈলাস শিখরে,
রোদনের রোল বদনে না ধরে,
কাঁদে নর গণ কাতর অন্তরে,
কাঁদে তরু লতা কোমল হিয়া।
কাঁদিছে রসাল বিশাল-আকার,
ভ্রমর গুঞ্জর ছলে অনিবার,
উঠিছে চৌদিকে ঘোর হাহাকার,
ঝরিছে সলিল নয়ন দিয়া।
কাঁদে ঘোর রবে সাগর গভীর,
শোকের ঝড়বে হইয়া অধীর,
বিষাদী হৃদয়, জগতী-বাসীর
না হেরি তোমায়, হৃদয়-নাথ!
আহার, বিহার, বিরাম, শয়ন
পরিহরি কত সাধু নরগণ,
করিছে আশ্রয় কানন এখন,
করিতে বিফল শরীর পাত।

এস হে, এস হে, হৃদয়ের ধন!
দেখাও তোমার সুচারু বদন,
শুনায় তোমার মধুর বচন,
জুড়াও পরাণ! তাপিত জনে।
নতুবা, ত্যজিব বিফল শরীরে,
লভিতে তোমায়, সরসীর নীরে,
করি পদাঘাত ভব-সুখ শিরে,
রহিতে হে নাথ! তোমার সনে।

২৫

—বলিতে বলিতে সেই বিনোদিনী,
ঘোর শোক তাপে হইয়া তাপিনী,
ভীষণ নিনাদে বালা, প্রকাশি নিজের জ্বালা,
আকুল—রমণী কুল-ভূষণ ভামিনী।
শুনিয়া সে রব হিমালয়,
গরজে গভীর দুখময়,
অন্তস্তল হ'তে দুখ উঠি যেন ফাটে বুক,
প্রকাশে এরূপ, বলি বাণী শোকময়।
ঝর্ঝরি, নির্ঝরছলে, ফেলিল নয়ন জলে,
শোকের জলধি-নীরে হইয়া মগন,
গহ্বর নিস্বন ছলে, উচ্ছ্বাসিয়া শোকানলে,
আকুল করিল গিরি, স্বদেশ তখন।

২৬

দুখে শশী গেল অস্তাচলে,
কুমুদিনী মুদিল কমলে,
তারাগণ সঙ্গে করি   ত্যজে প্রাণ বিভাবরী,
হেরি, হায় ! দুখিনীর নয়নের জলে।
কাঁদিল বিহগ কুল,   ঘোর দুখে সমাকুল,
অবশ, অবল দেহে পড়িয়া বাসায়,
চৌদিক সভয় ভাব ধরিল ধরায়।

২৭

হেন কালে রমণী-রতন,
পুনরায় ঘোর রবে বিলাপে তখন,
সে রব মিলিল যবে,   চৌদিকের ঘোর রবে,
তখন উঠিল এক আরাব ভীষণ।
সে আরাব সরোমাঝে   পশি, সমাহিত-রাজে
সমাধি-বিহীন করি করিলে চেতন।
উঠিলা তখন তীরে,   ত্যজিয়া সরসী-নীরে,
মন্দাকিনী-প্রাণ-কান্ত বসন্ত সুজন।

২৮

বহুকাল পরে হেরিয়া তখন,
পতির পীরিতি-মোহন বদন,

জুড়া'ল সতীর তাপিত জীবন,
জুড়া'ল পরাণ, জুড়া'ল হিয়া।
আনন্দে বহিল নয়নের নীর,
আনন্দে রমণী হইলা অধীর,
আনন্দ-হৃদয়ে ধরিলা পতির
গল-দেশ, বাহু যুগল দিয়া।
লভিলে হৃদয়ে উভয়ে উভয়,
আনন্দ সাগর উথলিয়া বয়,
তাহাতে মজিল উভয় হৃদয়,
পোহা'ল শোকের বিষম রাতি।
আনন্দে নাদিল জগত তখন,
নাদিল ভূধর, নাদিল কানন,
বিষাদী লভিল প্রসাদ-রতন,
জ্বলিল আঁধারে সুখের বাতি।

২৯

আনন্দে পূরিল বিশ্ব ধাম,
চৌদিকে আনন্দ-নীর বহে অবিরাম।
জয়, জয়, জয় রবে, ফুল্ল মনে গায় সবে,
অমিশ্র আনন্দ দেয় সবে সেই নাম।

গাইল মানবগণ, হ'য়ে আনন্দে মগন,
'জয় জগদীশ' রব বদনে সবার।
গিরি, বন, স্রোতস্বতী, পশুগণ ফুল্লমতি,
নিরানন্দ ভাব নাহি রহিল কাহার,
হৃদয়ে আনন্দ-সুধা নাহি ধরে আর।

৩০

করি পাখী আনন্দে কূজন,
ধাইল চৌদিকে অগণন;
ফুল্ল-মুখী উষা আসি আনন্দ-সলিলে ভাসি,
সুধাময় সচেতন করিল ভুবন।
কল ক'লে নদীকুল আনন্দে ধাইয়া,
ঘোষে দেশ দেশান্তরে, জানায় সাগর বরে,
জগৎ আনন্দ রসে রহিল ডুবিয়া।
ভূলোক নিবাসি বর 'বসন্তে' হেরিয়া।

৩১

কোথা মা! সাবিত্রি! পতি-সঞ্জীবিনি!
তব দয়া গুণে, সতী বিনোদিনী,
জননি! তোমার সম, পেল যশ অনুপম,
ভূলোকে আলোকময় করি যশস্বিনী।

তোমার চরণে করিল যে পণ,
যতনে তাহায় করিয়া পূরণ,
তোমার অধম তনয় এখন,
অতুল পুলক সাগরে মজি,
করি ধন্য বাদ অধম তারণে,
ভকতি-গদগদ আনন্দ বচনে,
করি প্রণিপাত তাঁহারি চরণে,
লভিল বিরাম লেখনী ত্যজি।

ইতি মন্দাকিনী-বিলাপ কাব্যে সঞ্জীবন নামক সপ্তম সর্গ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।